রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তপতী

তপতী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৩৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮
পুনর্মুদ্রণ : চৈত্র ১৩৪৩, বৈশাখ ১৩৫৬
শ্রাবণ ১৩৬৭ : ১৮৮২ শক

স্বরবিতানের সপ্তপঞ্চাশত্তম (৫৭) খণ্ডে
এই নাটকের গানগুলির
স্বরলিপি পাওয়া যাইবে

ভূমিকা

'রাজা ও রানী' আমার অল্প বয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা।

সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে—সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে, সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য-উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটেই 'রাজা ও রানী'র মূল কথা।

রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার-উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে— এই মৃত্যু আখ্যানধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।

অনেক দিন ধরে 'রাজা ও রানী'র ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে। কিছু দিন পূর্বে শ্রীমান গগনেন্দ্রনাথ যখন এই নাটকটি অভিনয়ের উদ্‌যোগ করেন তখন এটাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করে একে অভিনয়যোগ্য করবার চেষ্টা করেছিলুম। দেখলুম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির করেছিলুম এ নাটক আগাগোড়া নতুন করে না লিখলে এর সদ্‌গতি হতে পারে না। লিখে এই বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্যমত দায়িত্ব শোধ করেছি।

পুরানো নাটককে নতুন করে যখন লেখা গেল তখন পুরাতনের মোহ কাটিয়ে তার নতুন পরিচয়কে পাকা করতে গেলে অভিনয় করে দেখানো দরকার। সেই চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। এই উপলক্ষে নাট্যমঞ্চের আয়োজনের কথা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলা আবশ্যক।

আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা।

সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। কালিদাস মেঘদূত লিখে গেছেন, ঐ কাব্যটি ছন্দোময় বাক্যের চিত্রশালা। রেখাচিত্রকর তূলি হাতে এর পাশে পাশে তাঁর রেখাঙ্কব্যাখ্যা যদি চালনা করেন তা হলে কবির প্রতিও যেমন অবিচার, পাঠকের প্রতিও তেমনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। নিজের কবিত্বই কবির পক্ষে যথেষ্ট, বাইরের সাহায্য তাঁর পক্ষে সাহায্যই নয়, সে ব্যাঘাত, এবং অনেক স্থলে স্পর্ধা।

শকুন্তলায় তপোবনের একটি ভাব কাব্যকলার আভাসেই আছে। সে'ই পর্যাপ্ত। আঁকা ছবির দ্বারা অত্যন্ত বেশি নির্দিষ্ট না হওয়াতেই দর্শকের মনে অবাধে সে আপন কাজ করতে পারে। নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল। দৃশ্যপটটা তার বিপরীত: অনধিকার প্রবেশ ক'রে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ, বাস্তব-সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাব-সত্যকেও বাধা দেয়।

শান্তিনিকেতন
১৯ ভাদ্র ১৩৩৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাটকের পাত্র ও পাত্রী -গণ

সুমিত্রা	জালন্ধরের রানী
বিক্রমদেব	জালন্ধরের রাজা
নরেশ	বিক্রমের বৈমাত্র ভাই
বিপাশা	সুমিত্রার সখী
দেবদত্ত	রাজার সখা
নারায়ণী	দেবদত্তের স্ত্রী
গৌরী কালিন্দী মঞ্জরী	রাজবাড়ির পরিচারিকা
কুমারসেন	কাশ্মীরের যুবরাজ
চন্দ্রসেন	কুমারের পিতৃব্য
শংকর	কুমারের পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য
ত্রিবেদী	জালন্ধরের রাজপুরোহিত
ভার্গব	কাশ্মীরের মার্তণ্ডমন্দিরের পুরোহিত

রত্নেশ্বর শিখরিণী কুঞ্জলাল জনতা তীর্থযাত্রী প্রভৃতি

১

ভৈরবমন্দিরের প্রাঙ্গণ

দেবদত্ত ও একদল উপাসক

গান

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ—
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্ত-পানে চাহ।
দূর করো মহারুদ্র—
যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র—
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ।
দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত,
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত।
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে
নির্ঝরিয়া গলিবে যে
প্রস্তরশৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ।

[দেবদত্ত ব্যতীত অন্য সকলের প্রস্থান

বিক্রমের প্রবেশ

বিক্রম। এর কী অর্থ? আজ মীনকেতুর পূজার আয়োজন করেছি। ভৈরবের স্তব দিয়ে তোমরা তার ভূমিকা করলে কেন?

দেবদত্ত। রাজার এই পূজা এখনো জনসাধারণে স্বীকার করতেই পারছে না। এমন-কি, তারা ভীত হয়েছে।

বিক্রম। কেন, তাদের ভয় কিসের ?

দেবদত্ত। তোমার সাহস দেখে তারা স্তম্ভিত। পঞ্চশর দগ্ধ হয়েছেন যাঁর তপোবনে, তাঁরই পূজার বনে কন্দর্পের পূজা ? এর পরিণামে বিপদ ঘটবে না কি ?

বিক্রম। কন্দর্প সেবার এসেছিলেন অপরাধীর মতো লুকিয়ে, এবার তাঁকে ডাকব প্রকাশ্যে— আসবেন দেবতার যোগ্য নিঃসংকোচে, মাথা তুলে, ধ্বজা উড়িয়ে। বিপদের ভয় বিপদ ডেকে আনে।

দেবদত্ত। মহারাজ, আদিকাল থেকেই ঐ দুই দেবতার মধ্যে বিরোধ।

বিক্রম। ক্ষতি তাতে মানুষেরই। এক দেবতা আর-এক দেবতার প্রসাদ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করেন। ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র মিলিয়ে চিরদিন তোমরা দেবপূজার ব্যাবসা করে এসেছ, তাই দেবতার তোমরা কিছুই জান না।

দেবদত্ত। সে কথা ঠিক, দেবতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় পুঁথির থেকে। শ্লোকের ভিড় ঠেলে মরি, দক্ষিণা পাই, কিন্তু ওঁদের কাছে ঘেঁষবার সময় পাই নে।

বিক্রম। আমার মীনকেতু অশাস্ত্রীয় ; অনুষ্টুভ-ত্রিষ্টুভের বন্ধন মানেন না। তিনি প্রলয়েরই দেবতা। রুদ্রভৈরবের সঙ্গেই তাঁর অন্তরের মিল— পিনাক ছদ্মবেশ ধরেছে তাঁর পুষ্পধনুতে।

দেবদত্ত। মহারাজ, ঐ দেবতাটিকে যথাসাধ্য পাশ কাটিয়ে চলবারই চেষ্টা করেছি। আভাসে যেটুকু জানাশোনা ঘটেছে তাতে ভৈরবের সঙ্গে অন্তত বেশেভূষায় ওঁর যথেষ্ট মিল দেখতে পাই নি।

বিক্রম। তার কারণ, এ পর্যন্ত রতি নিজেরই বেশের অংশ দিয়ে কন্দর্পকে সাজিয়েছে। তাঁকে রাঙিয়েছে নিজেরই কজ্জলের কালিমায়, কুঙ্কুমের রক্তিমায়, নীল কঞ্চুলিকার নীলিমায়— উনি রমণীর লালনে লালিত্যে আচ্ছন্ন আবিষ্ট, তাই তো বজ্রপাণি ইন্দ্রের সভায় উনি লজ্জিতভাবে চরের বৃত্তি করেন। রুদ্রের পৌরুষের আগুনে তাই তো ওঁকে দগ্ধ করেছিল।

দেবদত্ত। সে ইতিহাস তো চুকে গেছে। আবার সেই পোড়া দেবতাকে নিয়ে কেন এই উপসর্গ? পুনর্বার ওঁকে পোড়াতে হবে নাকি?

বিক্রম। না, তাঁকে মৃত্যুর ভিতর দিয়েই বাঁচাতে হবে— সেজন্যে বীরের শক্তি চাই। তোমাদের ভৈরবের স্তব সম্পূর্ণ হবে না আমাদের মীনকেতুর স্তব যদি তার সঙ্গে না যোগ করি।

ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু—
রুদ্রবহ্নি হতে লহো জ্বলদর্চি তনু।
যাহা মরণীয় যাক মরে,
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধ'রে।
যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব,

যাহা স্থূল দগ্ধ হোক, হও নিত্য নব।
মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু—
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

তোমরা জান না, মহেশ্বর মদনকে অগ্নিবর দিয়েছিলেন, মৃত্যু দিয়েই তিনি তাকে অমর করেছেন। অনঙ্গই অমৃত দেবার অধিকারী হয়েছেন।

মৃত্যুঞ্জয় যে মৃত্যুরে দিয়েছেন হানি
অমৃত সে মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
উন্মুক্ত করুক অগ্নি-উৎসের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক প্রখর,
বিচ্ছেদেরে করে দিক দুঃসহসুন্দর।
মৃত্যু হতে ওঠো পুষ্পধনু—
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

মীনকেতুর পথ সহজ পথ নয়, সে নয় পুষ্পবিকীর্ণ ভোগের পথ, সে দেয় না আরামের তৃপ্তি।

দেবদত্ত। শুনে ভয় হয়। কিন্তু যা নিয়ে বিপদ ঘটে তার কারণ হচ্ছে অনঙ্গদেব যে ঘরকে তাঁর পায়ের ধূলিলেপনে চিহ্নিত করে নেন সে ঘরে অন্য কোনো দেবতাকে প্রবেশ করতে দেন না। তাতেই পূজনীয়দের মনে ঈর্ষা জন্মায়।

বিক্রম। মনে হচ্ছে কথাটা আমাকেই লক্ষ্য ক'রে। সাহস বাড়ছে।

দেবদত্ত। রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব দুঃসাহসের চরম। ভাগ্য-দোষেই রাজার বন্ধু দুর্মুখ। ইচ্ছাক্রমে নয়।

বিক্রম। তবে মুখ খোলো। স্পষ্ট করেই বলো, প্রজারা আমার নামে কী বলছে।

দেবদত্ত। তারা বলছে, অন্তঃপুরের অবগুণ্ঠনতলে সমস্ত রাজ্যে আজ প্রদোষান্ধকার। রাজলক্ষ্মী রাজ্ঞীর ছায়ায় ম্লান।

বিক্রম। দুর্মুখ, প্রজারঞ্জনে আর-একবার সীতার নির্বাসন চাই নাকি ?

দেবদত্ত। নির্বাসন তো তুমিই দিতে চাও তাঁকে অন্তঃপুরে, প্রজারা তাঁকে চায় সর্বজনের রাজসিংহাসনে। তাঁর হৃদয়ের সম্পূর্ণ অংশ তো তোমার নয়, এক অংশ প্রজাদের। শুধু কি তিনি রাজবধূ ? তিনি যে লোকমাতা।

বিক্রম। দেবদত্ত, অংশ নিয়েই যত বিরোধ। ঐ নিয়েই কুরুক্ষেত্র। ঐ তিনি আসছেন, রাজবধূর অংশ নিয়ে না লোকমাতার ?

দেবদত্ত। আমি তবে বিদায় হই, মহারাজ।

[প্রস্থান

মহিষী সুমিত্রার প্রবেশ

বিক্রম। দেবী, কোথায় চলেছ ? শুনে যাও।

সুমিত্রা। কী মহারাজ ?

বিক্রম। একটা সুসংবাদ আছে।

সুমিত্রা। কী, শুনি।

বিক্রম। লোকনিন্দার পরম গৌরবে আমি ধন্য হয়েছি।

সুমিত্রা। নিন্দা কিসের ?

বিক্রম। লোকে বলছে, তোমার প্রেমে কর্তব্যকেও তুচ্ছ করতে পেরেছি। এত বড়ো কথা !

সুমিত্রা। যারা বলে তাদের কথা মিথ্যা হোক।

বিক্রম। অক্ষয় হোক এই সত্য— ইতিহাসে বিখ্যাত হোক, কবিকণ্ঠে আখ্যাত হোক, রসতত্ত্বে ব্যাখ্যাত হোক, ইতরলোকের নিন্দাপ্রশংসার অতীত হোক।

সুমিত্রা। মহারাজ, যে প্রেম রাজকর্তব্যেরও উপরে সে গ্রহণ করুন দেবতা, সে কি আমি নিতে পারি !

বিক্রম। দেবতার যা প্রাপ্য তিনি তা নেবেন তোমার মধ্যে দিয়েই। তোমার মুখে পরমাশ্চর্যকে দেখেছি। লজ্জা কোরো না, শোনো আমার কথা। যশের লোভে যারা দেশ জয় করে বেড়ায় লক্ষ্মীর তারা বিদূষক। তাদের আয়ু যায় বৃথায়, কীর্তিও চিরকাল থাকে না, লক্ষ্মী বসে বসে হাসেন। আমি তাদের দলে নই। কাশ্মীরে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলাম তোমারই সাধনায়।

সুমিত্রা। তোমার যুদ্ধযাত্রা সফল হয়েছে। এখন আর কী চাও ?

বিক্রম। পেয়েছি বীণাটিকে। সংগীত দিয়ে অধিকার হবে কোন্ শুভক্ষণে ? সুর মেলাতে পারছি নে, পেয়েও হার হচ্ছে পদে পদে। ভাগ্যের কাছে যে দান পেয়েছি সেই দানই আমাকে লজ্জা দিচ্ছে।

সুমিত্রা। মুঠোর মধ্যে চেপে রেখেছ আর কল্পনা করছ,

পাই নি। কিন্তু তোমার কাছে আমারও কিছু চাবার নেই কি ?

বিক্রম। সবই চাইতে পার, কিছু চাও না বলেই আমার রাজসম্পদ ব্যর্থ।

সুমিত্রা। আমি চাই আমার রাজাকে।

বিক্রম। পাও নি ?

সুমিত্রা। না, পাই নি। সিংহাসন থেকে তুমি নেমে এসেছ এই নারীর কাছে। আমাকে কেন তুলে নিয়ে যাও না তোমার সিংহাসনের পাশে ?

বিক্রম। হৃদয়ের সর্বোচ্চ শিখরে তোমার আসন দিয়েছি —তাতেও গৌরব নেই ?

সুমিত্রা। মহারাজ, আমাকে নিয়ে অমন ক'রে কথা সাজিয়ো না— এ তোমাকে শোভা পায় না। এতে আমাকেও ছোটো করে। কী হবে আমার স্তুতিবাক্য ! আমার অনুরোধ রাখো। আমি এসেছি প্রজাদের হয়ে প্রার্থনা জানাতে।

বিক্রম। এই উদ্যানে ? এখানে আজ ঋতুরাজের অধিকার। অন্তত আজ এক দিনের জন্যেও সম্পূর্ণ করে তাকে স্বীকার করো।

সুমিত্রা। আমি তো তোমার আদেশ-পালনে ত্রুটি করি নি— উৎসব যাতে সুন্দর হয় আমি তো সেই আয়োজন করেছি। কিন্তু তোমারও কিছু করবার নেই কি ? উৎসব যাতে মহৎ হয়ে ওঠে তুমি তাই করো তোমার রাজমহিমা দিয়ে।

বিক্রম। বলো, আমার কী করবার আছে।

সুমিত্রা। কাশ্মীর থেকে যে-সব লুব্ধের দল তোমার সঙ্গে জালন্ধরে এসেছে, আজই সেই পরোপজীবীদের আদেশ করো কাশ্মীরে ফিরে যাক।

বিক্রম। আমার এই বিদেশী অমাত্যদের 'পরে তোমার মনে ক্রোধ আছে।

সুমিত্রা। তা আছে।

বিক্রম। কাশ্মীরবিজয়ে ওরা আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, এই তার কারণ।

সুমিত্রা। হাঁ মহারাজ, আমি জানি, বিশ্বাসঘাতকের শত্রুতা ভালো, তাদের মৈত্রী অস্পৃশ্য।

বিক্রম। ওদের ধর্ম ওরা বুঝবে, কিন্তু আমি কৃতঘ্ন হব কী করে ?

সুমিত্রা। তোমার স্বপক্ষে ওরা পাপ করেছে, ক্ষমা করতে হয় কোরো। কিন্তু তোমার বিপক্ষে অন্যায় করছে, তাও কি ক্ষমা করতে হবে ? তোমার ক্ষমার আশ্রয়ে প্রজাদের প্রতি পীড়ন হচ্ছে, তাতেও বাধা দেবে না ?

বিক্রম। মিথ্যা অপবাদ সৃষ্টি করছে প্রজারা, তাদের ঈর্ষা ওরা বিদেশী ব'লে।

সুমিত্রা। তারও তো বিচার চাই।

বিক্রম। এ-সব ব্যাপারে তুমি যখন হস্তক্ষেপ কর মহারানী, তখন সুবিচার কঠিন হয়। তুমি স্বয়ং আন অভিযোগ, কোনো প্রমাণকে আমি কি তার উপরে আসন দিতে পারি ?

তুমি অনুরোধ করাতে যুধাজিৎকে বিনা বিচারেই পদচ্যুত করতে হল। আরও অমাত্যবলি চাই তোমার ?

সুমিত্রা। তবে সেই ভালো। বিচার কোরো না। আমারই প্রার্থনা রাখো। কাশ্মীরের পঙ্গপালগুলো যদি কোনো অপরাধ না করেও থাকে তবু ওরা আমার রাত্রিদিনের লজ্জা। আমাকে তার থেকে বাঁচাও।

বিক্রম। ওরা কলঙ্ক স্বীকার ক'রে, বিপদ সামনে রেখে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তোমার কথাতেও ওদের ত্যাগ করতে পারব না। দেখো প্রিয়ে, রাজার হৃদয়েই তোমার অধিকার, রাজার কর্তব্যে নয়, এই কথা মনে রেখো।

সুমিত্রা। মহারাজ, তোমার বিলাসে আমি সঙ্গিনী, তোমার রাজধর্মে আমি কেউ নই, এ কথা মনে রেখে আমার সুখ নেই।

[প্রস্থান

বিক্রম। শুনে যাও, মহিষী।

সুমিত্রা। [ফিরে এসে] কী, বলো।

বিক্রম। তুমি জাগছ না কেন? কিসের এই সূক্ষ্ম আবরণ? সমস্ত আমার রাজার শক্তি নিয়ে একে সরাতে পারলেম না। আপনাকে প্রকাশ করো— দেখা দাও, ধরা দাও। আমাকে এই অত্যন্ত অদৃশ্য বঞ্চনায় বিড়ম্বিত কোরো না।

সুমিত্রা। আমিও তোমাকে ঐ কথাই বলছি। তুমি রাজা, আমি তোমার সম্পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি নে— তোমার

শক্তিকে অন্ধকারে ঢেকে রাখলে। তুমি জাগ নি। তুমি আমাকে কেড়ে নিয়ে এসেছ কাশ্মীর থেকে— সেই অপমান আমার ঘুচিয়ে দাও— আমাকে রানীর পদ দিতে হবে।

বিক্রম। আচ্ছা আচ্ছা, আমার রাজকোষ তোমার পায়ের তলায় সম্পূর্ণ ফেলে দিচ্ছি— তুমি প্রজাদের দান করতে চাও করো দান যত খুশি। তোমার দাক্ষিণ্যের প্লাবন বয়ে যাক এ রাজ্যে।

সুমিত্রা। ক্ষমা করো মহারাজ, তোমার কোষ তোমারই থাক্। আমার দেহের অলংকার থাক্ আমার প্রজার জন্যে। অন্যায়ের হাত থেকে প্রজারক্ষায় যদি মহিষীর অধিকার আমার না থাকে তবে এ-সব তো বন্দিনীর বেশভূষা— এ বইতে পারব না। মহিষীকে যদি গ্রহণ কর সেবিকাকেও পাবে, নইলে শুধু দাসী! সে আমি নই।

[প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

বিক্রম। যুধাজিতের নামে রানীর কাছে কে অভিযোগ করেছিল? তুমি?

মন্ত্রী। মন্ত্রগৃহের বাইরে আমি মন্ত্রণা করি নে, মহারাজ।

বিক্রম। তবে এ-সব কথা কে তাঁর কানে তুললে?

মন্ত্রী। যারা দুঃখ পেয়েছে তারা স্বয়ং।

বিক্রম। রানীর সাক্ষাৎ তারা পায় কী করে?

মন্ত্রী। করুণার যোগ্য যারা করুণাময়ী স্বয়ং তাদের সন্ধান রাখেন।

বিক্রম। আমাকে অতিক্রম করে যারা রানীর কাছে আবেদন নিয়ে আসে তারা দণ্ডের যোগ্য এ কথা যেন মনে থাকে।

মন্ত্রী। দণ্ড তারা পেয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা তাদের পাকা ফসলের খেত জ্বালিয়ে দিয়েছে এ কথা সবাই জানে।

বিক্রম। মন্ত্রী, নানা কৌশলে তুমি এই অমাত্যদের নামে নিন্দা করবার সুযোগ খোঁজ এটা আমি লক্ষ্য করেছি।

মন্ত্রী। নিন্দনীয়দের নিন্দা করে থাকি, কিন্তু কৌশল করে নয়।

বিক্রম। এই বিদেশীরা আমার আশ্রিত, তোমাদের ঈর্ষা থেকে তাদের বিশেষভাবে রক্ষা করা আমার রাজকর্তব্য।

মন্ত্রী। ওদের সম্বন্ধে নীরব থাকব। কিন্তু গুরুতর মন্ত্রণার বিষয় আছে। মহারাজ, ক্ষণকালের জন্যে—

বিক্রম। এখন সময় নয়। যাও, বিপাশাকে সংবাদ দাও, আজ বকুলবীথিকায় মধ্যরাত্রে তার নৃত্য। ত্রিবেদীকে বোলো মীনকেতুর পূজায় মন্ত্রোচ্চারণে তার কোনো স্খলন সহ্য করব না।

মন্ত্রী। কাশ্মীরদেশী অমাত্য সবাই উৎসবে আসবেন সংবাদ পাঠিয়েছেন।

বিক্রম। মহারানীর সঙ্গে কোনোমতে তাদের সাক্ষাৎ না হয়, সতর্ক থেকো।

[উভয়ের প্রস্থান

রাজভ্রাতা নরেশ ও সুমিত্রার সহচরী বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। মানব না ও কথা। কাশ্মীর জয় করেছ তোমরা! মানব না।

নরেশ। সুন্দরী, অরসিক ইতিহাস মধুর কণ্ঠের সম্মতির অপেক্ষা রাখে না।

বিপাশা। রাজকুমার, দাম্ভিক কণ্ঠের আস্ফালনের ভাষাও তার ভাষা নয়।

নরেশ। কিন্তু তলোয়ারের সাক্ষ্য তো মানতে হবে। যমরাজকে সামনে রেখে সে কথা কয়। আমাদের মহারাজ কাশ্মীর জয় করেছেন।

বিপাশা। করেন নি। আমাদের যুবরাজ ছিলেন অনুপস্থিত। মানসসরোবর থেকে অভিষেকের জল আনতে গিয়েছিলেন। তাই যুদ্ধ হয় নি, দস্যুবৃত্তি হয়েছিল।

নরেশ। তাঁর পিতৃব্য চন্দ্রসেন ছিলেন প্রতিনিধি। যুদ্ধ করেছিলেন।

বিপাশা। যুদ্ধের ভান করেছিলেন। লুঠ-করা সিংহাসন হার-মানার ছদ্মমূল্যে নিজে কিনে নেবার জন্যে। তোমাদের সভাকবি এই নিয়ে সাত সর্গ কবিতা লিখেছেন। তোমাদের যুদ্ধ ফাঁকি। তোমাদের ইতিহাস ফাঁকি। চুপ করে হাসছ যে! লজ্জা নেই!

নরেশ। মহারানী সুমিত্রা তো ফাঁকি নন। তিনি তো পর্বত থেকে নেমে এসেছেন আমাদের জয়লক্ষ্মীর অনুবর্তিনী হয়ে।

বিপাশা। চুপ করো, চুপ করো। দুঃখের কথা মনে

করিয়ে দিয়ো না। রাজকন্যা তখন বালিকা, বয়েস ষোলো। খুড়োমহারাজ এসে বললেন, বিজয়ীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, নইলে সন্ধি অসম্ভব। রাজকুমারী আগুন জ্বালিয়ে ঝাঁপ দিয়ে মরতে গিয়েছিলেন। পুরবৃদ্ধরা এসে বললে, মা, রক্ষা করো, যে পাণি মৃত্যুবর্ষণ করছে তোমার পাণি দিয়ে তাকে অধিকার করো— শান্তি হোক।

নরেশ। কিন্তু সেদিনকার কোনো গ্লানি তো মহারানীর মনে নেই। প্রসন্ন মহিমায় সিংহাসনে তাঁর আপন স্থান নিয়েছেন।

বিপাশা। মহাদুঃখ ভোলবার মতোই মহাশক্তি তাঁর, তিনি যে সতীলক্ষ্মী। মৃত্যুর জন্যে যে আগুন জ্বলেছিল তাকে সাক্ষী করে তাঁর বিবাহ। তিন দিন কৈলাসনাথের মন্দিরে ধ্যানে বসে উপবাস করে নিজেকে শুদ্ধ করে নিয়েছেন। অসহ্য অপমানকে নিঃশেষে নিজের মধ্যে দগ্ধ করে নিয়ে তবে এলেন তোমাদের ঘরে। বীরাঙ্গনার ক্ষমা যদি না থাকত তবে আগুন ধরত তোমাদের সিংহাসনে।

নরেশ। জান বিপাশা ? ঐ বীরাঙ্গনা আপন মহিমাচ্ছটায় কাশ্মীরের দিকে আমাদের হৃদয়ের একটি দীপ্যমান ছায়াপথ এঁকে দিয়েছেন। জালন্ধরের যুবকদের মন তিনি উদাস করেছেন ঐ কাশ্মীরের মুখে। তিনি তাদের ধ্যানের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন একটি অপরূপ জ্যোতির্মূর্তি। তুমি জান না জালন্ধর থেকে কত পাগল গেছে ঐ কাশ্মীরে, খুঁজতে তাদের সাধনার ধনকে।

বিপাশা। হায় রে, এ তো যুদ্ধ করা নয়। ওখানে তোমাদের অস্ত্র চলবার রাস্তা থাকতেও পারে, কিন্তু হৃদয়জয়ের পথ ও দিকে বন্ধ করে দিয়েছ তোমাদের বর্বরতা দিয়ে।

নরেশ। সাধনা করতে হবে— তাতেও তো আনন্দ আছে।

বিপাশা। তা করো, কিন্তু সিদ্ধির আশা ছেড়ে দাও।

নরেশ। সিদ্ধি হবেই, আমি একলাই তা প্রমাণ করব— কাশ্মীর পর্যন্ত না গিয়ে।

বিপাশা। তোমার যত বড়ো অহংকার তত বড়োই দুরাশা।

নরেশ। দুরাশাই আমার, সেই আমার অহংকার। আমার আকাঙ্ক্ষা পর্বতের দুর্গম শিখর। সেখানে প্রভাতের দুর্লভ তারাকে দেখি, ভোরের স্বপ্নে।

বিপাশা। তোমাদের কবির কাছে পাঠ মুখস্থ করে এলে বুঝি?

নরেশ। প্রয়োজন হয় না। বাইরে যার কাছ থেকে পাই কঠোর কথা, অন্তরে সেই দেয় বাণীর বর, গোপনে। যদি সাহস দাও তার নামটি তোমাকে বলি।

বিপাশা। কাজ নেই অত সাহসে।

নরেশ। তবে থাক্। কিন্তু এই পদ্মের কুঁড়ি, একে নিতে দোষ কী? এও তো মুখ ফুটে কিছু বলে না।

বিপাশা। না, নেব না।

নরেশ। কাশ্মীরের সরোবর থেকে এর মূল এনেছিলুম। অনেক দিন অনেক দ্বিধার পরে দেখা দিয়েছে তার এই কুঁড়িটি। মনে হচ্ছে আমার সৌভাগ্য তার প্রথম নিদর্শন-

পত্রটি পাঠিয়েছে— এর মধ্যে একজনের অদৃশ্য স্বাক্ষর আছে। নেবে না ? এই রেখে গেলুম তোমার পায়ের কাছে।

[প্রস্থানোদ্যম

বিপাশা। শোনো, শোনো, আবার বলছি তোমরা কাশ্মীর জয় কর নি।

নরেশ। নিশ্চয় করেছি। সেজন্যে রাগ করতে পার, অবজ্ঞা করতে পারবে না। জয় করেছি।

বিপাশা। ছল ক'রে।

নরেশ। না, যুদ্ধ ক'রে।

বিপাশা। তাকে যুদ্ধ বলে না।

নরেশ। হাঁ, যুদ্ধই বলে।

বিপাশা। সে জয় নয়।

নরেশ। সে জয়ই।

বিপাশা। তবে ফিরিয়ে নিয়ে যাও তোমার পদ্মের কুঁড়ি।

নরেশ। ফিরিয়ে নেবার সাধ্য আমার নেই।

বিপাশা। এ আমি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলব।

নরেশ। পার তো ছিঁড়ে ফেলো— কিন্তু আমি দিয়েছি আর তুমি নিয়েছ, এ কথা রইল বিধাতার মনে, চিরদিনের মতো।

[প্রস্থান

সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা। পদ্মের কুঁড়ি হাতে একলা দাঁড়িয়ে কী ভাবছিস, বিপাশা ?

বিপাশা। মনে মনে ফুলের সঙ্গে করছি ঝগড়া।

সুমিত্রা। সংসারে তোর ঝগড়া আর কিছুতেই মিটতে চায় না। কিসের ঝগড়া ? ফুলের সঙ্গে আবার ঝগড়া কিসের ?

বিপাশা। ওকে বলছি, তুমি কাশ্মীরের ফুল, এখানেও তোমার মুখ প্রসন্ন কেন। অপমান এত সহজেই ভুলেছ ?

সুমিত্রা। দেবতার ফুল মানুষের অপরাধ যদি মনে রাখত তা হলে মরু হত এই পৃথিবী।

বিপাশা। তুমিই সেই দেবতার ফুল, মহারানী, কিন্তু কাঁটাও দেবতারই সৃষ্টি। সত্যি করে বলো, কাশ্মীরের 'পরে যে অন্যায় হয়েছে সে কখনো তোমার মনে পড়ে না ? চুপ করে রইলে যে ? উত্তর দেবে না ? তোমার মাতৃভূমির দোহাই, এর একটা উত্তর দাও।

সুমিত্রা। সেই আমার মাতৃভূমিরই দোহাই, আমাকে কেবল এই একটিমাত্র কথাই মনে রাখতে দে যে আমি জালন্ধরের রানী।

বিপাশা। আর যা ভুলতে পার ভুলো, কখনো ভুলতে দেব না যে তুমি কাশ্মীরের কন্যা।

সুমিত্রা। ভুলি নে। তাই কাশ্মীরের গৌরবরক্ষার জন্যেই কর্তব্যের গৌরব রাখতে হবে। নইলে এখানে কি দেহে মনে দাসীর কলঙ্ক মাখব ?

বিপাশা। সে কথা প্রতিদিন বুঝতে পারছি, মহারানী। কাশ্মীরকে জয় করেছ এদের হৃদয়ে। আমি তো কেউ না, তবু তোমার মহিমার আলোতেই এরা আমাকে সুদ্ধ যে

চোখে দেখছে কাশ্মীরের কারও চোখে তো সে মোহ লাগে নি।

সুমিত্রা। বিনয় করছিস বুঝি?

বিপাশা। বিনয় না, মহারানী। আমি আপনাতে আপনি বিস্মিত। হেসো না তুমি, এরা আমাকে উদ্দেশ ক'রে যে-সব কথা আজকাল বলে থাকে কাশ্মীরের ভাষাতে সে-সব কথা আছে বলে অন্তত আমার জানা নেই।

সুমিত্রা। যে ভোরবেলায় এখানে চলে এলি তখনো তোর কানে কাশ্মীরের ভাষা সম্পূর্ণ জাগবার সময় হয় নি। তবু কাকলি একটু-আধটু আরম্ভ হয়েছিল, সে কথা আজ বুঝি স্মরণ নেই? যাই হোক, এখনো যে উৎসবের সাজ করিস নি?

বিপাশা। সাজ শুরু করেছিলেম, এমন সময় কে একজন এসে বললে ওরা কাশ্মীর জয় করেছে। কবরী থেকে ফেলে দিয়েছি মালা, আমার রক্তাংশুক লুটোচ্ছে শিরীষবনের পথে। হাসছ কেন রানী?

সুমিত্রা। সে জায়গাটাকে তুই বনের পথ বলিস? এখানে আসবার সময় তোর রক্তাংশুক যে একজনের মাথায় দেখলুম।

বিপাশা। ঐ দেখো মহারানী, লজ্জা নেই— এখানকার যুবকদের অভ্যাস খারাপ— ওটা চুরি!

সুমিত্রা। আমার সন্দেহ হচ্ছে চুরিবিদ্যা শেখাবার জন্যেই চোরের রাস্তায় তোর রক্তাংশুক পড়ে থাকে। শুনেছি তার বিদ্যা সম্পূর্ণ হয়েছে, এবার তার চুরির শেষ পরীক্ষা হবে, তোর উপর দিয়ে।

বিপাশা। রাজার আজ্ঞা নাকি?

সুমিত্রা। যাঁর আজ্ঞা তাঁর বেদী সাজাবি চল্। ঐ পদ্মের কুঁড়িটিই তোর প্রথম অর্ঘ্য হোক।

বিপাশা। যেয়ো না তুমি। তবে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সত্য করে বলো। মকরকেতনের পূজায় আজ রাত্রে যে উৎসব হবে তাতে তোমার উৎসাহ আছে?

সুমিত্রা। মহারাজের আদেশ।

বিপাশা। সে তো জানি, কিন্তু তোমার নিজের মন কী বলে?— চুপ করে থাকবে?

সুমিত্রা। হাঁ, চুপ করেই থাকব।

বিপাশা। আচ্ছা বেশ। কিন্তু একটা প্রশ্ন এত দিন তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস করি নি— আজ জিজ্ঞাসা করবই— চুপ করে থাকলে চলবে না।

সুমিত্রা। কী প্রশ্ন তোর?

বিপাশা। সত্যই কি তুমি মহারাজকে ভালোবাস? বলতেই হবে আমাকে।

সুমিত্রা। হাঁ, ভালোবাসি। উত্তর শুনে চুপ করে রইলি যে!

বিপাশা। তবে সত্য কথা বলি তোমাকে। আর কিছু দিন আগে এ প্রশ্নও আমার মনে আসত না, উত্তর শুনলেও মেনে নিতুম।

সুমিত্রা। আজ নিজের মনের সঙ্গে মনে মনে মিলিয়ে দেখছিস বুঝি?

বিপাশা। তা তোমাকে লুকোবো না, সবই তুমি জানো— মিলিয়ে দেখছি বই-কি, কিন্তু ঠিক মেলাতে পারছি নে।

সুমিত্রা। কী করে মিলবে? প্রজারক্ষার করুণায় কাশ্মীরের অসম্মান স্বীকার ক'রে যেদিন আমি মহারাজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয়েছিলুম, তখন তিন দিন ধরে কৈলাসনাথের মন্দিরে কিসের জন্যে তপস্যা করেছি?

বিপাশা। আমি হলে জালন্ধরের বিনিপাতের জন্যে তপস্যা করতুম।

সুমিত্রা। এই শক্তি চেয়েছিলুম, রুদ্রের প্রসাদে আমার বিবাহ যেন ভোগের না হয়। জালন্ধরের রাজগৃহে আমি কোনোদিন কিছুর জন্যেই যেন লোভ না করি; তবে আমাকে অপমান স্পর্শ করতে পারবে না।

বিপাশা। কোনোদিন তোমার মন বিচলিত হয় নি, মহারানী?

সুমিত্রা। প্রতিদিন হয়েছে— হাজার বার হয়েছে।

বিপাশা। মাপ করো মহারানী, আমার সন্দেহ হয় তুমি তাঁকে অবজ্ঞা কর।

সুমিত্রা। অবজ্ঞা! এমন কথা বলিস নে বিপাশা। ওঁর মধ্যে তুচ্ছ কিছুই নেই। প্রচণ্ড ওঁর শক্তি— সে শক্তিতে বিলাসের আবিলতা নেই, আছে উল্লাসের উদ্দামতা। আমি যদি সেই কূল-ভাঙা বন্যার ধারে এসে দাঁড়াতুম, তা হলে আমার সমস্ত কোথায় ভেসে যেত— ধর্মকর্ম, শিক্ষাদীক্ষা। ঐ শক্তির দুর্জয়তাকে অহরহ ঠেকাতে গিয়েই আমার মন এমন

পাষাণ হয়ে উঠল। এত অজস্র দান কোনো নারী পায় না— এই দুর্লভ সৌভাগ্যকে প্রত্যাখ্যান করবার জন্যে নিজের সঙ্গে আমার এমন দুর্বিষহ দ্বন্দ্ব। মহারাজকে যদি অবজ্ঞা করতে পারতুম তা হলে তো সমস্তই সহজ হত। অন্তরে বাহিরে আমার দুঃখ যে কত দুঃসহ তা তিনিই জানেন যাঁর কাছে ব্রত নিয়েছিলুম।

বিপাশা। ব্রত যেন রাখলে মহারানী, কিন্তু ভালোবাসা!

সুমিত্রা। কী বলিস, বিপাশা! এই ব্রতই তো আমার ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, নইলে ধিক্‌কারের মধ্যে তলিয়ে যেত সে। প্রেম যদি লজ্জার বিষয় হয় তবে তার চেয়ে তার বিনাশ কী হতে পারে? আমার প্রেমকে বাঁচিয়েছেন তপস্বী মৃত্যুঞ্জয়। বিবাহের হোমাগ্নি থেকে আমার এ প্রেম গ্রহণ করেছি— আহুতির আর অন্ত নেই।

বিপাশা। নিষ্ঠুর তোমার দেবতা, আমি কিন্তু তাঁকে মানতে পারতুম না।

সুমিত্রা। কী করে জানলি? তিনি ডাক দিলেই তোকেও মানতে হত। কিন্তু বিপাশা, ব্রতের কথা প্রকাশ করা অপরাধ —আজ অন্যায় করলুম, ক্ষমা করুন আমার ব্রতপতি।

বিপাশা। আমাকে ক্ষমা করো, মহারানী। কিন্তু কোথায় চলেছ?

সুমিত্রা। দেবদত্ত ঠাকুরের কাছে শুনলুম, উৎসব উপলক্ষে দূরের থেকে প্রজারা এসেছে। আজ মন্দিরের বাগানে তারা দর্শন পাবে। রাজা সেই সংবাদ পেয়ে শুনছি দ্বার রুদ্ধ করবার আদেশ করেছেন।

বিপাশা। তুমি কি সে দ্বার খোলাতে পারবে ?

সুমিত্রা। হয়তো পারব না। তবুও দেখতে যাব যদি কোনোখানে তার কোনো ফাঁক থাকে।

বিপাশা। দ্বার রোধ করবার বিদ্যায় এরা এত নিপুণ যে, তার মধ্যে কোনো ত্রুটিই তুমি পাবে না— এ আমি বলে দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান

দেবদত্তের প্রবেশ। রত্নেশ্বরের দ্রুত প্রবেশ

রত্নেশ্বর। ঠাকুর, দেবদত্ত ঠাকুর !

দেবদত্ত। আমাকে ডাক পেড়ে আমাকে সুদ্ধ বিপদে ফেলবে দেখছি। কেন, কী হয়েছে ?

রত্নেশ্বর। রাজার কাছে অপরাধী। তার প্রহরীকে প্রহার করে এখানে এসেছি।

দেবদত্ত। প্রহার করেছ ? শুনে শরীর পুলকিত হল। এমন উগ্র পরিহাসের ইচ্ছা হঠাৎ কেন তোমার মনে উদয় হল ?

রত্নেশ্বর। উৎসবে রাজার দর্শন মিলবে আশা করেই বহু কষ্টে রাজধানীতে এসেছি। দ্বারী বললে উৎসবের দ্বার বন্ধ। তাই তাকে মারতে হল। অভিযোগ করতে এলে যদি সাক্ষাৎ না মেলে, অপরাধ করলে অন্তত সেই উপলক্ষে তো রাজার সামনে পৌঁছব।

দেবদত্ত। কোথাকার মূর্খ তুমি! তুমি কি মনে কর, বুধকোটের গোঁয়ারের হাতে রাজার প্রহরী মার খেয়েছে এ

কথা সে মরে গেলেও স্বীকার করবে? তার স্ত্রী শুনলে যে ঘরে ঢুকতে দেবে না।

রত্নেশ্বর। ঠাকুর, অনেক দূর থেকে এসেছি।

দেবদত্ত। এখনো অনেক দূরেই আছ। রাজার দর্শন কি সহজে মেলে? যোজন গণনা করেই কি দূরত্ব?

রত্নেশ্বর। গ্রামের মানুষ, রাজদর্শনের রীতিনীতি বুঝি নে, সেই জেনেই মহারাজ দয়া করবেন।

দেবদত্ত। নিজের বুদ্ধি থেকে বাহুবলে রাজদর্শনের যে রীতি তুমি উদ্‌ভাবন করেছ সেটা রাজধানীতে বা রাজসভায় প্রচলিত নেই। পারিষদবর্গের জন্যে দর্শনী কিছু এনেছ কি?

রত্নেশ্বর। আর কিছুই আনি নি আমার অভিযোগ ছাড়া— কিছু নেইও।

দেবদত্ত। গ্রামের মানুষ তা বুঝতে পারছি।

রত্নেশ্বর। কিসে বুঝলে, ঠাকুর?

দেবদত্ত। এখনো এ শিক্ষা হয় নি যে, রাজা তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চান রাজ্যে সমস্তই ভালো চলছে— সত্যযুগ, রামরাজত্ব।

রত্নেশ্বর। সমস্তই যদি ভালো না চলে?

দেবদত্ত। তা হলে সেটা গোপন না করলে আরও মন্দ চলবে। রাজাকে অপ্রিয় কথা শোনানো রাজদ্রোহিতা।

রত্নেশ্বর। আমাদের প্রতি যদি উৎপাত হয়?

দেবদত্ত। হয় যদি তো সে তোমাদের প্রতিই হল। রাজাকে জানাতে গেলে উৎপাত হবে রাজার প্রতি।

রত্নেশ্বর। ঠাকুর, সন্দেহ হচ্ছে পরিহাস করছ।

দেবদত্ত। পরিহাস করেন ভাগ্য। বর্তমান অবস্থাটা বুঝিয়ে বলি। আজ ফাল্গুনের শুক্লাচতুর্দশী। এখানে চন্দ্রোদয়ের মুহূর্তে কেশরকুঞ্জে ভগবান মকরকেতনের পূজা, রাজার আদেশ। নাচ গান বাজনা অনেক হবে, তার সঙ্গে তোমার কণ্ঠস্বর একটুও মিলবে না।

রত্নেশ্বর। না মিলুক, কিন্তু রাজার চরণ মিলবে।

দেবদত্ত। রাজাকে রাজসভায় পাওয়াই হচ্ছে পাওয়া, অস্থানে তাঁর অরাজকত্ব। অপেক্ষা করো, কাল নিজে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

রত্নেশ্বর। ঠাকুর, তোমাদের সবুর সয়। আমার যে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে, প্রত্যেক মুহূর্ত অসহ্য। আমাদের সব চেয়ে দুর্ভাগ্য এই যে যমযন্ত্রণাও যখন পাই, অপমানের শূলের উপর যখন চড়ে থাকি, তখনো অপেক্ষা করে থাকতে হয় রাজশাসনের জন্যে, নিজের হাত পঙ্গু। ধিক্ বিধাতাকে।

দেবদত্ত। এখন একটু থামো, ঐ মহারানী আসছেন। ওঁর কাছে আর্তনাদ করে ধৃষ্টতা কোরো না।

রত্নেশ্বর। আমার সৌভাগ্য, আপনি এসেছেন মহারানী। সমস্ত রাস্তা ওঁরই তো দর্শন কামনা করে এসেছি।

দেবদত্ত। যিনি দুঃখ পান তাঁকেই দুঃখ দিতে চাও তোমরা? জান না, বিচারের ভার ওঁর 'পরে নেই, রাজ্যশাসন করেন রাজা।

রত্নেশ্বর। মহারানী মা!

স্থমিত্রার প্রবেশ

স্থমিত্রা। কী বৎস, তুমি কে?

দেবদত্ত। ও কেউ না, নাম রত্নেশ্বর, এসেছে বুধকোট থেকে; এর বেশি ওর পরিচয় নেই। পায়ের ধুলো নিয়েই চলে যাবে। হল তো দর্শন? চল্ এখন ঘরে, আমার ব্রাহ্মণীর প্রসাদ পাবি।

স্থমিত্রা। বুধকোট, সে তো শিলাদিত্যের শাসনে। বলো দেখি তার ব্যবহার কিরকম।

দেবদত্ত। মহারানী, এ-সব প্রশ্ন এখানকার কোকিলের ডাকের মধ্যে ভালো শোনাচ্ছে না। আমি ওকে কালই নিজে রাজসভায় নিয়ে যাব।

রত্নেশ্বর। রাজসভা! মহারানী, সেখানে কোনো আশা নেই বলেই এই উৎসবের প্রাঙ্গণে অভিযোগ এনেছি।

স্থমিত্রা। কেন আশা নেই?

রত্নেশ্বর। শিলাদিত্য স্বয়ং রাজধানীতে উপস্থিত, আমাদের কান্না চাপা দেবার জন্যে। তিনি বসেন রাজার কানের কাছে, আমরা থাকি দূরে।

স্থমিত্রা। কোনো ভয় নেই তোমার, কী বলতে চাও আমার কাছে বলো।

রত্নেশ্বর। সতীতীর্থ ভৃগুকূট-পাহাড়ের তলে। আমাদেরই রাজকুলের মহিষী মহেশ্বরী সেখানে স্বামীর অনুমৃতা হয়েছিলেন, সে আজ পাঁচ শো বছরের কথা।

স্থমিত্রা। সেই সতীকাহিনী তো ভাটের মুখে শুনেছি আমার বিবাহদিনে।

রত্নেশ্বর। তাঁরই সিঁদুরের কৌটো সেখানে সমাধিমন্দিরে।

সুমিত্রা। সেই কৌটোর সিঁদুর বিবাহকালে আমিও পরেছি।

রত্নেশ্বর। আমাদের মেয়েরা তীর্থে যায়, সেই কৌটোর সিঁদুর মাথায় পরে পুণ্যকামনায়। এতকাল কোনো বাধা হয় নি।

সুমিত্রা। এখন কি বাধা ঘটেছে?

রত্নেশ্বর। হাঁ, মহারানী।

সুমিত্রা। কিসের বাধা?

রত্নেশ্বর। শিলাদিত্য তীর্থদ্বারে কর বসিয়েছে। দরিদ্র মেয়েদের পক্ষে দুঃসাধ্য হল। হাত থেকে তাদের কঙ্কণ কেড়ে নিয়ে কর আদায় হচ্ছে।

সুমিত্রা। কী বললে! মহারাজের সম্মতি আছে এতে?

রত্নেশ্বর। রাজকার্যের রহস্য জানি নে, মা। কথা কইতে সাহস হয় না।

সুমিত্রা। ঠাকুর, বলো, এতে মহারাজের সম্মতি আছে?

দেবদত্ত। সম্মতির প্রয়োজন হয় না, এতে আয়বৃদ্ধি আছে।

সুমিত্রা। সত্য করে বলো, এই অর্থ রাজকোষ গ্রহণ করে?

দেবদত্ত। সেদিন সভাপণ্ডিত ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, অগ্নি যা গ্রহণ করেন তাতে মলিনতা থাকে না, রাজার কর সেই অগ্নি।

সুমিত্রা। আমি পণ্ডিতের ব্যাখ্যা শুনতে চাই নে— বলো এই অর্থ রাজকোষে আসে ?

দেবদত্ত। নিয়মরক্ষার জন্যে কিছু আসে বই-কি, কিন্তু অনিয়মের কবলটা তার চেয়ে অনেক বড়ো, বেশির ভাগ তলিয়ে যায় সেই গহ্বরে। মহারানী, অনেক পাপীর উচ্ছিষ্ট রাজকোষে জমা হয়।

রত্নেশ্বর। মা, এটুকু কথা নিয়ে দুঃখ কোরো না— আমাদের অন্নসম্বল অল্প, তার কান্না কেঁদে কেঁদে আমাদের স্বর ক্লান্ত। সেই সম্বলকে যখন কেউ স্বল্পতর করে তখন তা নিয়ে অভিযোগ করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমাদেরও মর্মস্থান আছে, সেখানে রাজায়-প্রজায় ভেদ নেই ; সেখানে যদি রাজা হাত দেন সে আমাদের সইবে না।

সুমিত্রা। বলো সব কথা। ভয় কোরো না।

রত্নেশ্বর। আমরা অত্যন্ত ভীরু মহারানী, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখে আমাদেরও ভয় ভেঙে যায়। সেইজন্যেই এমন করে চলে আসতে পেরেছি। জানি বিপদ সাংঘাতিক, কিন্তু বিপদের চেয়ে যেখানে গ্লানি দুঃসহ সেখানে আমাদের মতো দুর্বলও বিপদকে গ্রাহ্য করে না। না খেয়ে মরার দুঃখ কম নয়, কিন্তু এমন অবস্থা আছে যখন বেঁচে থাকার মতো দুঃখ আর নেই।

সুমিত্রা। সে কথা আমিও বুঝি। যা তোমার বলবার আছে সব তুমি আমার কাছে বলো।

রত্নেশ্বর। তীর্থদ্বারে কর-সংগ্রহের জন্যে রাজার অনুচর নিযুক্ত, সুন্দরী মেয়েদের বিপদ ঘটছে প্রতিদিন।

সুমিত্রা। সর্বনাশ! সত্য বলছ?

রত্নেশ্বর। যে কথা নিয়ে মানুষ মরতে প্রস্তুত হয় আমি সেই কথা শুধু মুখে বলতে এসেছি মহারানী, এই আমার লজ্জা। আমার ছোটো বোন গিয়েছিল তীর্থে, হতভাগিনী আজও ফেরে নি।

সুমিত্রা। এও তুমি সহ্য করেছ?

রত্নেশ্বর। সহ্য করব না, সেই পণ করেই বেরিয়েছি। নিজের হাতেই দণ্ড তুলতে হবে, কিন্তু তার আগে রাজদণ্ডের শেষ দোহাই পেড়ে যাব। তার পরে ধর্মই জানেন, আর আমিই জানি।

সুমিত্রা। এই-সমস্ত কি শিলাদিত্যের জ্ঞাতসারে?

রত্নেশ্বর। তাঁরই ইচ্ছাক্রমে।

সুমিত্রা। ঠাকুর, সত্য করে বলো— রাজার কানে এ কথা কি আজও ওঠে নি?

দেবদত্ত। তোমার কাছে কোনোদিন মিথ্যা বলি নি, আজও বলব না। রত্নেশ্বর, তোমার আবেদন হল, এখন যাও, ঐ আমার কুটির দেখা যাচ্ছে।

[রত্নেশ্বরের প্রস্থান

সুমিত্রা। ঠাকুর, রাজার কাছে এই অভিযোগ আসে নি?

দেবদত্ত। হাঁ, এসেছে। মন্ত্রী দ্বিধা করেছিলেন, আমি স্বয়ং জানিয়েছি।

সুমিত্রা। ফল কী হল?

দেবদত্ত। শুনে লাভ নেই। রাজারা যখন অন্যায় করেন তখন তার সমর্থনের জন্যে অতি ভীষণ হয়ে ওঠেন।

সুমিত্রা। ঠাকুর, ভীষণতা অন্যায়ের ছদ্মবেশ ; ভয় ক'রে তাকে যেন সম্মান না করি। অন্যায়কারীকে ক্ষুদ্র বলেই জানতে হবে, অতি ক্ষুদ্র, তার হাতে যত বড়ো একটা দণ্ড থাক্। তাকে যদি ভয় করি তবে তার চেয়েও ক্ষুদ্র হতে হবে।— শিলাদিত্য উৎসবের নিমন্ত্রণে রাজধানীতে এসেছে ?

দেবদত্ত। হাঁ, এসেছে।

সুমিত্রা। মন্ত্রীকে আদেশ করো, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

দেবদত্ত। মহারানী !

সুমিত্রা। তুমি যা বলবে আমি তা সব জানি, সমস্ত জেনেই বলছি আজ তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হওয়া চাই।

দেবদত্ত। আগে উৎসব সমাধা হোক।

সুমিত্রা। এ পাপের বিচার না হলে আজ উৎসব হতেই পারবে না।

দেবদত্ত। মহারানী, সাবধান হবার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে।

সুমিত্রা। আমাকে নিবৃত্ত কোরো না। একদিন আগুনে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলুম, সুবিজ্ঞের পরামর্শে নিবৃত্ত হয়েছি। তখনই সংকল্প রক্ষা করলে এত অমঙ্গল ঘটত না এ জগতে। শিলাদিত্যের বিচার যদি না হয় তা হলে এ রাজত্বে রানী হবার লজ্জা আমি সইব না।— ঐ যে গর্জন শুনতে পাচ্ছি দ্বারের বাইরে।

দেবদত্ত। দয়াময়ী, কতটুকুই বা শুনলে! সবটা কানে উঠলে কান বধির হয়ে যেত। যে নিঃসহায়দের সামনে সকল দ্বার রুদ্ধ তাদের কণ্ঠও রুদ্ধ থাকে, তাই তো আছি আমরা আরামে। বাধা আজ অল্প-একটু বুঝি সরেছে— তাই গুমরে-ওঠা দুঃখসমুদ্রের ধ্বনি সামান্য একটু শোনা গেল।

সুমিত্রা। ঠাকুর, বাধা আছে তো আছে— কিন্তু তার সামনে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করছে কেন, ভীরু সব? বিধাতা যাদের অবজ্ঞা করেন তাদের দয়া করেন না, তাও কি এরা জানে না? দ্বার ভেঙে ফেলুক-না। বিচার ভয়ে ভয়ে চায় বলেই তো ওরা বিচার পায় না। রাজা যত বড়ো জোরের সঙ্গে ওদের কাছে কর দাবি করে, তত বড়ো জোরের সঙ্গেই ওদের বিচার চাবার অধিকার। ধর্মের বিধান মানুষের অনুগ্রহের দান নয়। আমাকে নিয়ে চলো ঠাকুর, ওদের মাঝখানে।

দেবদত্ত। মহারানী, তোমার নিজের জায়গায় থাকলেই ওদের বাঁচাতে পারবে; তোমার আসন যেখানে তোমার শক্তি সেইখানেই।

সুমিত্রা। আমার আসন! আমার আসন আমি পাই নি। অহর্নিশি সেই শূন্যতা সইতে পারছি নে, মন কেবলই বলছে রুদ্রভৈরবের পায়ের কাছেই আমার স্থান— দেখিয়ে দিন তিনি পথ, ভেঙে দিন তিনি বিঘ্ন, ব্যর্থতার অপমান থেকে সেবিকাকে উদ্ধার করুন।

[উভয়ের প্রস্থান

নরেশ ও বিপাশার প্রবেশ

নরেশ। শোনো শোনো, বিপাশা, শুনে যাও।

বিপাশা। শোনবার যোগ্য কথা থাকলে তবেই শুনব।

নরেশ। আমি বলতে এসেছি, জালন্ধর কাশ্মীর জয় করে নি।

বিপাশা। কবে তোমার ভুল ভাঙল?

নরেশ। প্রতি দিনই ভাঙছে। প্রতি দিনই প্রমাণ পাচ্ছি, কাশ্মীরই জালন্ধর জয় করেছে। হার মানলুম। এখন প্রসন্ন হও।

বিপাশা। তার সময় আসে নি।

নরেশ। কবে আসবে?

বিপাশা। যখন আর-একবার তোমরা সৈন্য নিয়ে কাশ্মীরে যুদ্ধ করতে যাবে।

নরেশ। যাব যুদ্ধ করতে, চেষ্টা ক'রে হেরেও আসব।

বিপাশা। চেষ্টা করতে হবে না, বীরপুরুষ। সেই যুদ্ধটা না দেখে আমি যেন না মরি। ছলনাকে গৌরব বলে অহংকার করছ, সেইটে চূর্ণ হবে তবেই ধর্ম আছেন এ কথা মানব।

নরেশ। সত্য বলছি, সেই গৌরবটাকে ফেলে দিতে পারলে বাঁচি।

বিপাশা। কেন বলো তো?

নরেশ। কেননা, সেই গৌরবটার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যের জিনিস দেখেছি।

বিপাশা। রানী সুমিত্রাকে দেখেছ।

নরেশ। তাঁর কথা বলা বাহুল্য। আমি বলছিলুম—

বিপাশা। আর কিছু বলতে হবে না। তাঁর চেয়ে বড়ো কথা তোমাদের রাজ্যে আর নেই। তোমাদের রাজা কি তাঁর নাগাল পায়? চুপ করে রইলে যে? লজ্জা আছে দেখছি। স্বীকার করোই-না।

নরেশ। স্বীকার অনেক দিন করেছি। কুক্ষণে মহারাজ কাশ্মীর জয় করতে গিয়েছিলেন। জয় করে তাঁর নিজের রাজ্য হারিয়েছেন। কাশ্মীর থেকে পাপগ্রহকে অভ্যর্থনা করে এনেছেন রাজ্যের মধ্যে, পাপের নৈবেদ্যে তাকেই পুষ্ট করে তুলেছেন। বিপাশা, তোমার কাছে গোপন করব না— বিপদের জাল চারি দিকে ঘিরে আসছে, গ্রন্থির পর গ্রন্থি, তারই মাঝখানে নিশ্চিন্ত বসে আছেন আমাদের স্বেচ্ছান্ধ মহারাজ— প্রস্তুত হতে হবে আমাদেরই, আর সময় নেই।

বিপাশা। অতএব?

নরেশ। অতএব এই বেলা তোমার মুখে একটা গান শুনে নিতে চাই।

বিপাশা। আমার গান, বিপদের ভূমিকায়!

নরেশ। বাঁশির স্বরে সাপের জড়তা ঘোচে, তোমার গানে আমার তরবারি জেগে উঠবে।

বিপাশা। যুদ্ধের গান চাই?

নরেশ। না, সে গান আমার অস্থিমজ্জায় আছে, আমি ক্ষত্রিয়।

বিপাশা। তবে?

নরেশ। তুমি জান কোন্ গানটা আমি ভালোবাসি।

বিপাশা। উৎসবের সময় তো গাইতেই হবে— তখন শুনো।

নরেশ। যা সকলেই পাবে তাতে আমার কেবল একটামাত্র ভাগ। একটি সম্পূর্ণ দান আমাকে দাও, যা কেবল আমার একলারই।

বিপাশা। গান

মন যে বলে, চিনি চিনি
যে গন্ধ বয় এই সমীরে।
কে ওরে কয় বিদেশিনী—
চৈত্ররাতের চামেলিরে?
রক্তে রেখে গেছে ভাষা—
স্বপ্নে ছিল যাওয়া-আসা
কোন্ যুগে কোন্ হাওয়ার পথে
কোন্ বনে কোন্ সিন্ধুতীরে?
এই সুদূরে পরবাসে
ওর বাঁশি আজ প্রাণে আসে।
মোর পুরাতন দিনের পাখি
ডাক শুনে তার উঠল ডাকি—
চিত্ততলে জাগিয়ে তোলে
অশ্রুজলের ভৈরবীরে।

নরেশ। বিপাশা, একটা কথা শুনতে চাই।

বিপাশা। ঐ তো তোমার লুব্ধ স্বভাব। বললে 'একটি গান শুনতে চাই', যেমনি গান শেষ হল রব উঠেছে 'একটি কথা

শুনতে চাই।' একটি কথা থেকে দুটি কথা হবে, তার পর আমার কাজের বেলা যাবে চলে। আমি যাই।

নরেশ। শোনো শোনো, একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও। ঐ-যে গাইলে ওটা কি সত্য ? প্রবাসে বাঁশি কি বেজেছে ?

বিপাশা। অরসিক, কথা দিয়ে যার কাছে গান ব্যাখ্যা করতে হয় তাকে গান না শোনানোই ভালো। তুমি যে অলংকারশাস্ত্রের ছাত্রদেরও ছাড়িয়ে উঠলে !

নরেশ। তবে থাক্ ব্যাখ্যা, গানই আমার যথেষ্ট।

[উভয়ের প্রস্থান

রাজপুরাঙ্গনা কালিন্দীর প্রবেশ

কালিন্দীর আপন-মনে কাব্য-আবৃত্তি। মঞ্জরী, গৌরীর প্রবেশ

গৌরী। একা-একা কার সঙ্গে আলাপ চলছে ? বন-দেবতার সঙ্গে ?

কালিন্দী। না গো, মনোদেবতার সঙ্গে। মন্মথর স্তব কণ্ঠস্থ করছি। রাজার আদেশ।

গৌরী। ওটা হৃদয়স্থ থাকলেই হয়, কণ্ঠে আনবার দরকার কী ?

কালিন্দী। হৃদয়ের পদচারণার পথ কণ্ঠে।

গৌরী। ওগো জালন্ধরিণী, এতদিন আছি, তোমাদের ধরণধারণ আজও বুঝতে পারলুম না।

কালিন্দী। আশ্চর্য নেই গো কাশ্মীরিণী, বুঝতে বুদ্ধির দরকার করে। কোন্‌খানটা দুর্বোধ ঠেকছে শুনি-না।

গৌরী। বেদে অগ্নি সূর্য ইন্দ্র বরুণ অনেক দেবতারই স্তব

আছে, কিন্তু তোমাদের এই দেবতাটির তো নামও শোনা যায় না।

কালিন্দী। সত্যযুগের ঋষিমুনিরা এঁকে যত সাবধানে এড়িয়ে চলতেন ততই অসাবধানে পড়তেন বিপদে। মুখে তাঁর নাম করতেন না, তাই মার খেয়ে মরতেন অন্তরে। পুরাণগুলো পড় নি বুঝি ?

গৌরী। মূর্খ আছি সেই ভালো, বিদুষী। সত্যযুগের কলঙ্ক-কাহিনী কলিযুগে টেনে আনবার মতো এত বিদ্যেয় দরকার কী ভাই ? কলিযুগের পাপের ভরা যথেষ্ট ভারী আছে।

কালিন্দী। বড়ো লজ্জা দিলে। মূর্খ ব'লে অহংকার করতে পারলুম না— ওখানে কাশ্মীরেরই জিত রইল।

মঞ্জরী। ভাই, তোর কালিন্দীকলকল্লোল একটুখানি থামা। ত্রিবেদীঠাকুর বলেন, কালিন্দীর রসনা তার প্রতিবেশী দশন-পংক্তির কাছ থেকে দংশন করবার বিদ্যেটা শিখে নিয়েছে। কেবল সেই বিদ্যেটা ফলাবার জন্যেই যে দেবতাকে মানিস নে তাকে নিয়ে তর্ক তুলেছিস। নতুন দেবতাকে ভক্তি করবার আগে তোর ইষ্টদেবতার সাধনা সারা হোক।

কালিন্দী। তার পরে আছেন অনিষ্টদেবতাটি। একটু চুপ কর্ ভাই, স্তবটা আর-একবার আউড়ে নিই। দেবতা ত্রুটি মার্জনা করেন, কিন্তু আমাদের সভাকবি তাঁর রচনার আবৃত্তিতে একটু ভুল পেলে কাঁদিয়ে ছাড়েন।

মঞ্জরী। ঐ আসছেন ত্রিবেদীঠাকুর, ওঁর কাছে আজ সন্দেহ মিটিয়ে নিই।

আবৃত্তি করতে করতে ত্রিবেদীর প্রবেশ

ত্রিবেদী। কর্পূরইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান্যো জনে জনে।
নমোঽস্ত্ববার্যবীর্যায় তস্মৈ মকরকেতবে ॥

মঞ্জরী। আপন-মনে কী বকছ, ঠাকুর?

ত্রিবেদী। গোলমাল কোরো না, মুখস্থ করছি।

মঞ্জরী। কী মুখস্থ করছ?

ত্রিবেদী। মকরকেতুর স্তব। রাজার আদেশ।

কালিন্দী। তোমারও এই দশা?

ত্রিবেদী। দেখছ না? মধুকরের গুঞ্জন আর শোনা যাচ্ছে না— সংস্কৃত শৌরসেনী মাগধী অর্ধমাগধী মহারাষ্ট্রী পারসিক যাবনিক নানা ভাষায় আজ অভ্যাস চলছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে মকরকেতুর সকল দেশের সকল ভাষাতেই পাণ্ডিত্য।

কালিন্দী। কিন্তু অনুচ্চারিত ভাষাই তিনি সব চেয়ে ভালো বোঝেন। দাদাঠাকুর, একটা কথার উত্তর দাও। মকরকেতুর পূজার বিধান পেয়েছ কোন্ বেদে?

ত্রিবেদী। চুপ্ চুপ্। কী কণ্ঠস্বরই পেয়েছ তোমরা পুরাঙ্গনারা!

কালিন্দী। অরসিক, বয়স হয়েছে ব'লে কি কণ্ঠস্বরের বিচারবুদ্ধিটাও খোওয়াতে হবে? তোমাদের কবি যে কোকিলের সঙ্গে এই কণ্ঠের তুলনা করেন।

ত্রিবেদী। অন্যায় করেন না। কোনো কথা গোপনে বলবার অভ্যাস ঐ পাখিটার নেই।

কালিন্দী। দাদাঠাকুর, তোমার সঙ্গে গোপন কথা বলবার

মতো মনের ভাব আমার নয়। শাস্ত্রের বিচার চাই। এরা বলছিল, পুরাণে অতনুর নেই তনু, আবার বেদে নেই তার নাম-গন্ধ— বাকি রইল কী? তা হলে পূজাটা হবে কাকে নিয়ে?

ত্রিবেদী। আরে চুপ্ চুপ্— স্বরটাকে আর-এক সপ্তক নামিয়ে আনো।

মঞ্জরী। কেন ঠাকুর, ভয় কাকে?

ত্রিবেদী। যারা নতুন দেবতার পূজা চালাতে চায় তারা ভক্তির জোরের চেয়ে গায়ের জোরটা বেশি ব্যবহার করে। আমি ভালোমানুষ, দেবতার চেয়ে এই দেবতাভক্তদের ভয় করি অনেক বেশি।

গৌরী। ঠাকুর, আমি বলছিলুম— এই-সব হঠাৎ-দেবতার আবার পূজা কিসের?

ত্রিবেদী। মূঢ়ে, যারা বনেদি দেবতা তাদের এত উগ্রতা নেই। সংসারে হঠাৎ-দেবতারাই সাংঘাতিক। তাদের পূজা করায় ব্যর্থতা, না পূজা করায় সর্বনাশ। অতএব ছাড়ো তর্ক, পরো মঞ্জীর, আনো বীণা, গাঁথো মালা— পঞ্চশরের শরগুলোকে শান দেও গে।

কালিন্দী। কিন্তু, তোমার মন্ত্রটি পেলে কোথা থেকে, ঠাকুর?

ত্রিবেদী। যিনি পূজা প্রচার করেছেন পূজার মন্ত্ররচনা তাঁরই। আমি সেটাকে শ্রুতির দ্বারা গ্রহণ ক'রে স্মৃতির দ্বারা ব্যক্ত করব। দেখে নিয়ো, রাজসভার শ্রুতিভূষণ বলবেন 'সাধু', স্মৃতিরত্নাকর বলবেন 'অহো কিমাশ্চর্যম্'!

মঞ্জরী। ও কী ও, ভাই, বাইরে যে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনি শোনা গেল!

কালিন্দী। হয়তো ওটা সত্যকার নয়। হয়তো উৎসবের একটা কোনো পালার অভ্যাস চলছে।

গৌরী। ত্রিবেদীঠাকুর, এও বুঝি তোমাদের জালন্ধরের সৃষ্টিছাড়া কীর্তি? মীনকেতুর উৎসবে রক্তপাতের পালা?

ত্রিবেদী। সুন্দরী, জগতে এ পালা বার বার অভিনয় হয়ে গেছে। ত্রেতাযুগে এই পালায় একবার রাক্ষসে-বানরে মিলে অগ্নিকাণ্ড করেছিল। কলিযুগে তাদের বংশ বেড়েছে বই কমে নি। যাই হোক, শব্দটা ভালো লাগছে না— যাও তোমরা মন্দিরে আশ্রয় লও গে।

[সকলের প্রস্থান

২

স্থমিত্রা ও প্রতিহারীর প্রবেশ

স্থমিত্রা। সেই প্রজাকে চাই, রত্নেশ্বর তার নাম।

প্রতিহারী। তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, মহারানী।

স্থমিত্রা। এই কিছুক্ষণ আগেই ছিল।

প্রতিহারী। কিন্তু কারও কাছে তার সন্ধান পাচ্ছি নে।

স্থমিত্রা। দেবদত্তঠাকুরের ঘরে কি নেই ?

প্রতিহারী। ঠাকরুন বললেন সেখানে কেউ আসে নি। ঐ-যে ঠাকুর স্বয়ং আসছেন।

[প্রস্থান

দেবদত্তের প্রবেশ

স্থমিত্রা। রত্নেশ্বর কোথায় ?

দেবদত্ত। তাকেই খুঁজতে এসেছি।

স্থমিত্রা। তাকে যে নিতান্তই পাওয়া চাই।

দেবদত্ত। সেই কারণেই তাকে পাওয়া নিতান্তই কঠিন হবে। হতভাগ্যকে বলেছিলুম আমার ঘরে আশ্রয় নিতে।

স্থমিত্রা। তুমি কি তবে সন্দেহ করছ—

দেবদত্ত। সন্দেহ করছি, কিন্তু নাম করছি নে।

স্থমিত্রা। এও কি সহ্য করতে হবে ?

দেবদত্ত। হবে বই-কি ? প্রমাণ নেই যে।

সুমিত্রা। তাই বলে পাপিষ্ঠকে নিষ্কৃতি দেবে ?

দেবদত্ত। নিষ্কৃতির সদুপায় পাপিষ্ঠ নিজেই জানে, আমাদের কিছুই করতে হবে না।

সুমিত্রা। ঠাকুর, তবে কিছুই করবে না ?

দেবদত্ত। যদি সম্ভব হত নিজের অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরি করে ওর মাথায় ভেঙে পড়তুম।

সুমিত্রা। তুমি বলতে চাও কিছুই করবার নেই ? চুপ করে রইলে কেন ঠাকুর, লজ্জায় ? পাছে কিছু করতে হয় সেই ভয়ে ? আমি তো ধৈর্য রাখতে পারছি নে। বিপাশা, কী করছিস এখানে ?

বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। অনঙ্গদেবের পূজায় মহারানীর জন্যে অর্ঘ্য সাজিয়ে এনেছি।

সুমিত্রা। ফেলে দে, ফেলে দে, দূর করে ফেলে দে সব। আমি যাব রুদ্রভৈরবের মন্দিরে। ঠাকুর, পূজা প্রস্তুত করো।

দেবদত্ত। পুরোহিত ত্রিবেদীকে মহারাজ তাঁর কাজে আজ নিযুক্ত করেছেন।

সুমিত্রা। তুমি হবে আমার পুরোহিত।

দেবদত্ত। আমি পুরোহিত ?

সুমিত্রা। হাঁ, তুমি। নীরব যে, মনে কি ভয় আছে ?

দেবদত্ত। ভয় দেবতাকে। মুখে মন্ত্র পড়তে পারি, কিন্তু অন্তরের কথা যে অন্তর্যামী জানেন। কিন্তু মহারানী, ভৈরবের পূজায় তোমার কিসের প্রয়োজন ?

সুমিত্রা। দুর্বল মন, শক্তি চাই।

বিপাশা। শক্তির দরকার যার সে তোমার নয়, সে মহারাজের। যে অসামান্য রূপ নিয়ে এসেছ সংসারে তার কাছে রাজলক্ষ্মী হার মেনেছেন— সেজন্যে দোষ দেব কাকে? যদি ক্ষমা কর তো বলি, দোষ তোমারই।

সুমিত্রা। বুঝিয়ে বলো।

বিপাশা। ঐ-যে কাশ্মীরের নরাধমদের রাজ্যের হৃৎপিণ্ডের উপর বসিয়েছেন রাজা, তার কারণ শুনবে? রাগ করবে না?

সুমিত্রা। কারণ শুনতেই চাই আমি।

বিপাশা। প্রেমের গৌরব খুব প্রকাণ্ড করে জানাতে চেয়েছিলেন রাজা, খুব দুর্মূল্য দান দুঃসাহসের সঙ্গে দিতে পারলে তিনি বাঁচতেন। এই সামান্য কথাটা তুমি বুঝতে পার নি?

সুমিত্রা। আমি তো কোনো বাধা দিই নি।

বিপাশা। দাও নি বাধা? ঐ ভুবনমোহন রূপ নিয়ে কোথায় সুদূরে দাঁড়িয়ে রইলে তুমি! কিছু চাইলে না, কিছু নিলে না, এ কী নিষ্ঠুর নিরাসক্তি! তুমি রাজহংসীর মতো; রাজার তরঙ্গিত কামনাসাগরের জলে তোমার পাখা সিক্ত হতে চায় না। রাজবৈভবের জালে পারলে না তোমাকে একটুও বাঁধতে, তুমি যত রইলে মুক্ত রাজা ততই হলেন বন্দী। শেষে একদিন আপন রাজ্যটাকে খণ্ড খণ্ড করে ছড়িয়ে ফেলে দিলেন ঐ কাশ্মীরী কুটুম্বদের হাতে— মনে করলেন তোমাকেই দেওয়া হল।

সুমিত্রা। আমি তার কিছুই জানতেম না।

বিপাশা। তা জানি, রাজা ভেবেছিলেন নিজের দাক্ষিণ্যের উন্মত্ততায় তোমাকে বিস্মিত করে দেবেন। তখনো তোমাকে চেনেন নি। কিন্তু কত বড়ো দুর্ভাগা— রাজসিংহাসনের উপরে বসে ছট্‌ফট্ করে মরছে ; দিতে চায় দিতে পারে না, নিতে চায় নেবার যোগ্যতা নেই। ব্যর্থ নির্বুদ্ধিতার ধিক্কারে আজ সকলেরই উপর রেগে রেগে উঠছেন। তার মধ্যে তুমিও আছ।

সুমিত্রা। ঠাকুর, আজ পর্যন্ত ভালো করে বুঝতে পারি নি আমার অপরাধটা কোথায়।

দেবদত্ত। মহারানী, কলিকে কখন কোথায় নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলি সব সময়ে ভেবে পাই নে।

বিপাশা। ঠাকুর, ভেবে পেয়েছ তুমি, বলতে চাও না। কিন্তু আমি বলব। আমি ভয় করি নে কাউকে। মহারানীর সঙ্গে মহারাজের সম্বন্ধ অন্যায় দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, সেই পাপের ছিদ্র দিয়েই কলির প্রবেশ।

সুমিত্রা। বিপাশা, চুপ কর্ তুই।

বিপাশা। কেন চুপ করব ? কাশ্মীর জয় করে এরা তোমাকে অধিকার করেছে এই মিথ্যে কথাটাই বলে বেড়াতে হবে ? আশ্চর্য হয়ে যাই তোমার ধৈর্য দেখে, মহারানী। পাপকে জয় করেছ পুণ্য দিয়ে। কিন্তু সেই পুণ্যের দান কি মহারাজ গ্রহণ করতে পারলেন ?

সুমিত্রা। চুপ কর্, চুপ কর্, বিপাশা।

বিপাশা। চুপ করিয়ো না। যে কথা অন্তরের মধ্যে জান সে কথা বাইরে থেকেও শোনা ভালো।— ঐ রাজা আসছেন।

আমি যাই। থাকতে পারব না, শেষে কী বলতে কী বলে ফেলব।

[প্রস্থান

বিক্রমের প্রবেশ

বিক্রম। মহারানী, দেবদত্তকে নিয়ে কী গূঢ় পরামর্শ চলছে?

সুমিত্রা। আজ ভৈরবমন্দিরে পূজা করব, ওঁকে পুরোহিত করেছি।

বিক্রম। আজ ভৈরবের পূজা? এ কি হতে পারে?

সুমিত্রা। পাপের মূর্তি দেখে ভয় পেয়েছি, যিনি সকল ভয়ের ভয় তাঁর শরণ নেব।

বিক্রম। পাপের মূর্তি কী দেখলে?

সুমিত্রা। সতীতীর্থে সতীধর্মের অবমাননা, অথচ এ রাজ্যে তার কোনো প্রতিকার নেই— এ সংবাদ শুনে উৎসব করতে আমি সাহস করি নি।

বিক্রম। এ সংবাদ কে দিলে? দেবদত্ত?

সুমিত্রা। যারা অত্যাচারে মর্মান্তিক পীড়িত তাদেরই একজন।

বিক্রম। মহারানী, অন্তঃপুরে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বিচারশালা স্থাপন করেছ? আমার অধিকার হরণ করতে চাও?

সুমিত্রা। মহারাজ, ধর্ম সাক্ষী করে আমি কি তোমার সহধর্মিণী হই নি? রাজ্যের পাপ যে মুহূর্তে তোমাকে স্পর্শ করে সেই মুহূর্তেই কি আমাকেও স্পর্শ করে না?

বিক্রম। দেবদত্ত, অভিযোগ কে এনেছে? কার নামে অভিযোগ?

দেবদত্ত। বুধকোট থেকে প্রজা এসেছে, নাম রত্নেশ্বর, শিলাদিত্যের নামে অভিযোগ।

বিক্রম। আমাকে লঙ্ঘন করে রানীর কাছে কেন এই অভিযোগ?

দেবদত্ত। প্রশ্ন যখন করলে তখন সত্য কথা বলব— তোমার কাছে পূর্বেই অভিযোগ হয়েছে।

বিক্রম। আমি কি কান দিই নি?

দেবদত্ত। কান দিয়েছিলে, বলেছিলে বিশ্বাস কর না।

বিক্রম। সেই তো বিচার। অমাত্যের নামে মিথ্যা অপবাদ দিলে তারও বিচার রাজাকে করতে হবে না? জান, শিলাদিত্যের 'পরে যে ভার আছে সে অতি কঠিন। প্রত্যন্ত দেশের সীমা রক্ষা করতে হয় তাকেই।

দেবদত্ত। রাজার প্রতিনিধিরূপে ধর্মরক্ষা করাও তারই কাজ।

বিক্রম। কে বললে সে তা করে নি?

দেবদত্ত। তোমার নিজের অন্তরই বলছে, তাই আমার 'পরে এত রাগ করছ। অভিযোগকারীকে আমিই তোমার কাছে নিয়ে গেছি। মন্ত্রী সাহস করে নি। সেদিন দেখি নি কি বিচারকালে ক্ষণে ক্ষণে তোমার ভ্রূকুটি? দণ্ড তোমার কতবার উদ্যত হয়েও দুর্বল দ্বিধায় নিরস্ত হয়েছে সে কথা স্বীকার করবে না?

বিক্রম। সাবধান! আমি দুর্বল! কিসের ভয়ে দুর্বল!

দেবদত্ত। শিলাদিত্যকে যে শক্তি নিজে দিয়েছ আজ তার প্রতিরোধ করা তোমার নিজের পক্ষেও দুঃসাধ্য— এই কারণেই দ্বিধা। তুমি ওদের ভয় করতে আরম্ভ করেছ— আমাদের ভয় সেইখানেই।

বিক্রম। অসহ্য তোমার স্পর্ধা! অনুতাপের দিন তোমার আসন্ন।

সুমিত্রা। আর্যপুত্র, আমাদের দণ্ড দেওয়া সহজ কথা— সেজন্যে রাজশক্তির প্রয়োজন হবে না। কিন্তু শিলাদিত্যের বিচার আজই করা চাই।

বিক্রম। অভিযোগ যার সে কই?

সুমিত্রা। সে আমি।

বিক্রম। তুমি?

সুমিত্রা। যে হতভাগা এসেছিল তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিক্রম। নিজের মিথ্যার ভয়ে সে পালিয়েছে।

সুমিত্রা। মহারাজ, তুমি নিশ্চয় জান কে তাকে হরণ করেছে।

বিক্রম। মহারানী, অন্ধ দয়া আর অস্পষ্ট অনুমানের দ্বারা বিচার হয় না।

রত্নেশ্বরকে নিয়ে নরেশের প্রবেশ

নরেশ। শিলাদিত্যের লোক একে বলপূর্বক ধরে নিয়ে যাচ্ছিল রাজদ্বারের সম্মুখ দিয়ে। আমার নিষেধ শুনলে না। তলোয়ার খুলতে হল 'রাজা আছেন' এই কথা এদের স্মরণ করিয়ে দিতে।

বিক্রম। কেন ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল ?

নরেশ। বললে শিলাদিত্যের আদেশ। সে আদেশের উপরে তোমার আদেশ কী, সেইটে শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছি।

রত্নেশ্বর। মহারানী, আমার রক্ষা নেই সে আমি জানি, কিন্তু বিচার চাই— সে বিচার আজই যেন হয়, তোমার সামনেই যেন হয়, দোহাই তোমার।

সুমিত্রা। মূঢ়, ঐ-যে মহারাজ আছেন, ওঁকে জানাও তোমার অভিযোগ।

রত্নেশ্বর। মহারাজ, মর্মঘাতী দুঃখ আমাদের— সে দুঃখ বাধা মানবে না, বিলম্ব সইবে না, মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়ে সে প্রবল।

বিক্রম। চুপ কর্! দেবদত্ত, কে এদের এমন করে প্রশ্রয় দিচ্ছে ? এরা বলপূর্বক আমার কাছ থেকে বিচার কেড়ে নিতে চায় ? দ্বারী কোথায় ?

দ্বারীর প্রবেশ

দ্বারী। কী মহারাজ ?

বিক্রম। একে প্রহরীশালায় নিয়ে রাখো। কাল বিচার হবে।

দ্বারী। যে আদেশ।

রত্নেশ্বর। মহারানী, আমার আজকের দিন গেল, কালকের দিনকে বিশ্বাস নেই। বাঁচি আর মরি আমার

যা হয় হোক, কিন্তু প্রজার অভিযোগ তোমার পায়ে রেখে গেলুম, তোমাকে সে তুলে নিতে হবে। আমি বিদায় নিলুম।

সুমিত্রা। মনে রইল, রত্নেশ্বর।

[দ্বারী ও রত্নেশ্বরের প্রস্থান

নরেশ। মহারাজ, মন্ত্রী আমাকে দিয়ে কিছু সংবাদ পাঠিয়েছেন— আশু মন্ত্রণার আবশ্যক।

বিক্রম। তোমরা একটার পর আর-একটা উৎপাত নিজে সাজিয়ে আনছ।

নরেশ। উৎপাত সৃষ্টি করতে পারি এত শক্তি আমাদের আছে?

বিক্রম। সৃষ্টি করবার দরকার নেই। সত্যযুগেও রাজ্যে উৎপাতের অভাব ছিল না। কিন্তু উৎপাত ছড়িয়ে থাকে দেশে ও কালে। তোমরা তাদের আজই এক দিনের মধ্যে পুঞ্জিত করে সাজিয়েছ। যে-সমস্ত প্রমাণ তোমাদের মিত্রদের বেলায় থাকে বিক্ষিপ্ত, তোমাদের শত্রুদের বেলা আজ তোমরা সেইগুলোকে সংহত ক'রে, কালো ক'রে আমার সামনে ধরতে চাও— আজ উৎসবদিনের আলোর উপরে এই কালীমূর্তিকে দাঁড় করিয়ে কেবল এই কথাটা বলতে চাও যে তোমাদেরই জিত হল। তোমাদের এই সাজিয়ে-তোলা বিভীষিকার কাছে আমি হার মানব না, এ কথা নিশ্চয় জেনো। উৎপাতের সংবাদ আছে, থাক্-না, নিশ্চয়ই সে আগামী কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে।

নরেশ। অপেক্ষা করতে নিশ্চয় পারে মহারাজ, কিন্তু আজ যা সংবাদ আছে কাল তা সংকট হয়ে দাঁড়ায়। তবে যাই, মন্ত্রীকে জানাই গে।

বিক্রম। ওরা আমার প্রিয়পাত্র, ওদের প্রতি আমার পক্ষপাত, ওদের বিচার আমি করতে পারি নে, ওদের শাস্তি দিতে আমি অক্ষম— তোমাদের এ-সব কথা মিথ্যা, মিথ্যা। দণ্ডের যারা যোগ্য তাদের যখন দণ্ড দেব তখন ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে। ক্ষীণ দুর্বল তোমরাই, কর্তব্যের তোমরা কী জান! ক্ষমায় দয়ায় অশ্রুজলে তোমাদের কর্তব্যবুদ্ধি পঙ্কিল— তোমরা বিচার করবার স্পর্ধা কর! সময় আসবে, বিচার করব, কিন্তু তোমাদের ঐ কান্না শুনে নয়। মহারানী, তুমি কোথায় চলেছ? যেয়ো না, থামো।

সুমিত্রা। এমন আদেশ কোরো না। চলো রাজকুমার, ঐ লতাবিতানে, মন্ত্রী কী সংবাদ পাঠিয়েছেন শুনতে চাই।

বিক্রম। মহারানী, তোমার এই প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা আমার কর্তব্যকে আরও অসাধ্য করে তুলছে। শুনে যাও— আমি আদেশ করছি। ফিরে এসো।

সুমিত্রা। কী, বলো।

বিক্রম। তুমি আমাকে চিনতে পারলে না— তোমার হৃদয় নেই, নারী! শংকরের তাণ্ডবকে উপেক্ষা করতে পার কি? সে তো অপ্সরার নৃত্য নয়। আমার প্রেম, এ প্রকাণ্ড, এ প্রচণ্ড, এতে আছে আমার শৌর্য— আমার রাজপ্রতাপের চেয়ে এ ছোটো নয়। তুমি যদি এর মহিমাকে স্বীকার করতে

পারতে তা হলে সব সহজ হত। ধর্মশাস্ত্র পড়েছ তুমি, ধর্মভীরু— কর্মদাসের কাঁধের উপর কর্তব্যের বোঝা চাপানোকেই মহৎ ব'লে গণ্য করা তোমার গুরুর শিক্ষা! ভুলে যাও, তোমার ঐ কানে মন্ত্রগুলো। যে আদিশক্তির বন্যার উপরে ফেনিয়ে চলেছে সৃষ্টির বুদ্‌বুদ্‌ সেই শক্তির বিপুল তরঙ্গ আমার প্রেমে— তাকে দেখো, তাকে প্রণাম করো, তার কাছে তোমার কর্ম-অকর্ম দ্বিধাদ্বন্দ্ব সমস্ত ভাসিয়ে দাও। একেই বলে মুক্তি, একেই বলে প্রলয়, এতেই আনে জীবনে যুগান্তর।

সুমিত্রা। সাহস নেই মহারাজ, সাহস নেই! তোমার প্রেম তোমার প্রেমের পাত্রকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে— আমি তার কাছে অত্যন্ত ছোটো। তোমার চিত্তসমুদ্রে যে তুফান উঠেছে তাতে পাড়ি দেবার মতো আমার এ তরী নয়— উন্মত্ত হয়ে যদি ভাসিয়ে দিই তবে মুহূর্তে এ যাবে তলিয়ে। আমার স্থিতি তোমার প্রজাদের কল্যাণলক্ষ্মীর দ্বারে— সেখানকার ধূলির 'পরেও যদি আসন দিতে, আমার লজ্জা দূর হত। তোমার নিজের তরঙ্গগর্জনে তোমার কর্ণ বধির, কেমন করে জানবে কী নিদারুণ দুঃখ তোমার চার দিকে? কত মর্মভেদী কান্নার প্রতিধ্বনি দিনরাত্রি আমার চিত্তকুহরে ক্ষুব্ধ হয়ে বেড়াচ্ছে তোমাকে তা বোঝাবার আশা ছেড়ে দিয়েছি। যখন চার দিকেই সবাই বঞ্চিত তখন আমাকে তুমি যত বড়ো সম্পদই দাও, তাতে আমার রুচি হয় না। চলো রাজকুমার, মন্ত্রী কী আবেদন করছেন আমাকে বলবে চলো।

বিক্রম। শোনো নরেশ, কী সংবাদ এনেছ বলো আমাকে।

নরেশ। মহারাজ যুধাজিৎকে পদত্যাগের আদেশ করে-ছিলেন, সে তা একেবারেই শোনে নি। এদের পরস্পরের মধ্যে একটা যোগ হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে।

বিক্রম। কিসে বোধ হল ?

নরেশ। শিলাদিত্যকে যে মুহূর্তে মহারানী আহ্বান করে পাঠালেন— তার পরমুহূর্তেই সে রাজধানী থেকে চলে গেল। মহারানীর আদেশ গ্রাহ্যই করলে না।

বিক্রম। আবার সংকট বাধিয়েছ ? রাজকার্যে কেন হাত দিতে গেলে, মহারানী ?

সুমিত্রা। রাজকার্য নয়, আত্মীয়ের কর্তব্য। জালন্ধরের কিছুতে আমার অধিকার না যদি থাকে, কাশ্মীরের দায়িত্ব আছে আমার।

বিক্রম। সম্মানী লোকের অভিমানে আঘাত করে অসম্মান যদি ফিরে পেয়ে থাক, কাকে দোষ দেবে ?

সুমিত্রা। আত্মীয় যদি আত্মীয়ের অমর্যাদা করে থাকে তা নিয়ে আমার অভিযোগ নেই। তবে যে অপরাধ রাজার বিরুদ্ধে, তোমার প্রজার হয়ে তারই বিচার আমি চাই।

বিক্রম। বিচার যদি চাও তবে প্রথমে যুদ্ধ করতে হবে।

সুমিত্রা। হাঁ, যুদ্ধই করতে হবে।

বিক্রম। যুদ্ধ ! সে তো নারীর মুখের কথা নয়।

সুমিত্রা। নারীর বাহুর সাহায্য যদি চাও তো প্রস্তুত আছি।

বিক্রম। দেখো প্রিয়ে, জয়ের অভিপ্রায়েই যুদ্ধ, আস্ফালনের জন্যে নয়। এতে সময় এবং সুযোগের অপেক্ষা আছে।

সুমিত্রা। রাজকুমার নরেশ, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, দুর্বৃত্তদের হাত থেকে প্রজাদের বাঁচাবার কোনো পথই নেই?

বিক্রম। মহারানী, মনে রেখো দয়ার অবিচারেও অন্যায় আছে। প্রজাদের 'পরে অত্যাচার হচ্ছে এও যেমন অত্যুক্তি, অন্যায়কারীদের শাসন আমার পক্ষে অসাধ্য এও তেমনি অশ্রদ্ধেয়। এ-সব কথা তোমার সঙ্গেও নয় এবং আজও নয়। দেবদত্ত, পৌরোহিত্য তুমি রাজার কাছ থেকে পাও নি— ত্রিবেদী পুরোহিত। আজ তার অবকাশ নেই, পূজা কাল হবে। রাজার কার্যে বা পূজার কার্যে যদি অনধিকার হস্তক্ষেপ কর তবে তোমার 'পরে রাজার হস্তক্ষেপ প্রীতিকর হবে না। মহারানী, উৎসবের বেশ তুমি এখনো পর নি। যাও, রাজার আদেশ, এখনই বেশ পরিবর্তন করো গে। এ তো রাজরানীর বেশ—

সুমিত্রা। তাই করব মহারাজ, তাই করব, বেশ পরিবর্তন করব। ধিক্ এই রাজ্য! ধিক্ আমি এ রাজ্যের রানী!

[দেবদত্ত ও বিক্রম ছাড়া আর সকলের প্রস্থান

দেবদত্ত। মহারাজ, আমিও যাচ্ছি। কিন্তু একটা অপ্রিয় কথা বলে যাব। নির্বিচারে যেদিন ঐ কাশ্মীরীদের হাতে ক্ষমতা দিলে সেদিন রাজ্যে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। কত লোকের প্রাণদণ্ড হল, কত লোকের নির্বাসন। কত অভিজাত বংশের

সম্মানী লোক অন্য রাজ্যে আশ্রয় নিলে। এত বাধা পেয়েছিলে বলেই আত্মাভিমানের তাড়নায় তোমার নির্বন্ধ এমন দুর্ধর্ষ হয়েছিল।

বিক্রম। দেবদত্ত, এই ইতিবৃত্ত আবৃত্তি করবার কী প্রয়োজন হয়েছে ?

দেবদত্ত। মহারাজ, আমার আর কিছু সাধ্য নেই, আমি কেবল পারি বিপদ সামনে রেখে অপ্রিয় কথা তোমাকে শোনাতে। একদিন কেবলমাত্র অস্ত্রের যুক্তিতে প্রমাণ করতে চেয়েছিলে যে, এ রাজ্যে সকলেই ভুল করেছে কেবল তুমি ছাড়া। বহু কণ্ঠ ছেদন করে রাজ্যের কণ্ঠরোধ করেছিলে। এত বড়ো প্রকাশ্য অহংকারের প্রমাদসংশোধন পরিশেষে তোমার পক্ষে দুঃসাধ্য হবে এ আমি জানি। সুতরাং স্বয়ং বিধাতাকে নিতে হল সেই ভার।

বিক্রম। এ কথার সহজ অর্থ, তোমরা বিদ্রোহ করবে ?

দেবদত্ত। তুমি জান সে আমার অসাধ্য— দেবতা হয়েছেন বিদ্রোহী, রাজ্যে দুর্যোগ এল, কঠিন দুঃখে এর অবসান।

বিক্রম। দেবতার নাম নিচ্ছ আমাকে ভয় দেখাতে ?

দেবদত্ত। মহারাজ, তোমাকে ভয় দেখানো কি একটা খেলা ? তোমার ভয় আমাদের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ংকর। তোলো তোমার দণ্ড, প্রথম আঘাত পড়ুক আমাদের 'পরে যারা তোমার একান্ত আপনার। তোমার অন্যায়কে যারা নিজের লজ্জা করে নিয়েছে, তোমার ক্রোধকে দুঃখরূপে নিক তারা মাথায় করে। দাও দণ্ড আমাকে।

বিক্রম। যদি নাই দিই ?

দেবদত্ত। অগ্রসর হয়ে নেব। আজ আমাদের জন্যে আরাম নেই, সম্মান নেই। যাও মহারাজ, তুমি উৎসব করো। আমাকে রুদ্রভৈরবের পূজা করতেই হবে। মন্দিরে প্রবেশ করতে নাই দিলে— তাঁর পূজার আহ্বান আজ শুনতে পাচ্ছি সর্বত্র এই রাজ্যের বাতাসে।

বিক্রম। স্পষ্ট কথার ছলে আমাকে অপমান করতে চাও, আমার কথাও একদিন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে— বিলম্ব নেই।

[উভয়ের প্রস্থান

বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। শোনো শোনো, রাজকুমার, শোনো।

নরেশের প্রবেশ

নরেশ। কী, বলো।

বিপাশা। এই মালা তোমার, বীরের কণ্ঠের যোগ্য।

নরেশ। পরিচয় পেয়েছ ?

বিপাশা। পেয়েছি।

নরেশ। এত সহজে ?

বিপাশা। আমি অনাগতকে দেখতে পাচ্ছি।

নরেশ। কী দেখতে পেলে ?

বিপাশা। জালন্ধরের রানীর সম্মান তুমি উদ্ধার করবে। চুপ করে রইলে কেন, কুমার ?

নরেশ। কথা বলবার সময় এখনো আসে নি।

বিপাশা। আমি বলি, কথা বলবার সময় এখন চলে গেছে।

গান

আলোক-চোরা লুকিয়ে এল ওই,
তিমিরজয়ী বীর তোরা আজ কই?
এই কুয়াশা-জয়ের দীক্ষা
কাহার কাছে লই?
মলিন হল শুভ্র বরন,
অরুণ-সোনা করল হরণ,
লজ্জা পেয়ে নীরব হল
উষা জ্যোতির্ময়ী।
সুপ্তিসাগর-তীর বেয়ে সে
এসেছে মুখ ঢেকে,
অঙ্গে কালী মেখে।
রবির রশ্মি, কই গো তোরা,
কোথায় আঁধার-ছেদন ছোরা—
উদয়শৈলশৃঙ্গ হতে
বল্‌ 'মাভৈঃ মাভৈঃ'।

নরেশ। এ গান কোথায় পেলে, বিপাশা?

বিপাশা। কাশ্মীরে মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে আমরা এ গান গাই, হেমন্তে গিরিশিখরে যখন আলোকরাজ্যে অরাজকতা আসে।

নরেশ। এ গান আমাকে শোনালে যে?

বিপাশা। এখানকার ক্লিষ্ট আকাশে তুমিই আলোকের দূত। যাক মীনকেতুর বেদী ভেঙে, সেখানে তোমার আসন ধরবে না, রুদ্রভৈরবের নির্মাল্য আনব তোমার জন্যে। এখানে তিনি ভৈরব, কাশ্মীরে তিনিই মার্তণ্ড, সেই দেবতাকে প্রসন্ন করো বীর। আজ সকালে আর্তত্রাণের জন্যে যে কৃপাণ খুলেছিলে একবার দাও আমার হাতে। [তলোয়ার কপালে ঠেকিয়ে] রুদ্রের তৃতীয় চক্ষুতে তুমিই অগ্নি, প্রভাতমার্তণ্ডের দীপ্ত দৃষ্টিতে তুমিই রৌদ্রচ্ছটা, বীরের হাতে তুমি কৃপাণ—তোমাকে নমস্কার।

গান

জাগো হে রুদ্র, জাগো।
সুপ্তিজড়িত তিমিরজাল
সহে না সহে না গো।
এসো নিরুদ্ধ দ্বারে,
বিমুক্ত করো তারে—
তনুমনপ্রাণ ধনজনমান
হে মহাভিক্ষু, মাগো।

রাজকুমার, ঐ দেখো!

নরেশ। সেই আমার পদ্মের কুঁড়ি! এখনো রেখেছ?

বিপাশা। এ আজ কথা কয়েছে— কাশ্মীরের হৃদয় জেগেছে এর মধ্যে।

নরেশ। ঐ আসছেন মন্ত্রীর সঙ্গে রাজা। আমাকে হয়তো প্রয়োজন আছে— তুমি মন্দিরপ্রাঙ্গণে অপেক্ষা করো।

[বিপাশার প্রস্থান

বিক্রম ও মন্ত্রীর প্রবেশ

বিক্রম। প্রজারা বিদ্রোহী ? কোথায় ?

মন্ত্রী। বুধকোটে, সিংহগড়ে।

বিক্রম। ক্ষমার কথা বোলো না। অক্ষমের স্পর্ধা সব চেয়ে ক্ষমার অযোগ্য।

নরেশ। বস্তুত ওদের বিদ্রোহ বিদেশী সামন্তদের বিরুদ্ধে।

বিক্রম। তারা কি আমার প্রতিনিধি নয় ?

নরেশ। তখন নয় যখন তারা নিজের স্বার্থ দেখে— প্রজার নয়, রাজার নয়। আমাকে আদেশ করো আমি প্রজাদের শান্ত করে আসি।

বিক্রম। তুমি! আমার শাসন আল্‌গা করেছ তোমরাই। প্রজাদের প্রশ্রয়ে মহারানীর সঙ্গে যোগ দিয়েছ তুমিই। বিদেশীর প্রতি ঈর্ষা তোমার মতো এমন স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে কেউ সাহস করে নি।—

প্রতিহারী, মহারানী কোথায় ? আমার আহ্বান এখনই তাঁকে জানাও গে। তিনি শুনুন তাঁর দয়াদৃপ্ত প্রজারা আজ বিদ্রোহ করেছে— ভীরুরা বিদ্রোহ করতে সাহস করেছে তাঁর ভরসায়। কিন্তু তিনি ওদের বাঁচাতে পারবেন ? বিচার সর্বাগ্রে তাঁকেই গ্রহণ করতে হবে। এখনই, এখানেই। মন্ত্রী, তোমরা অপবাদ দিয়ে এসেছ— আমার চিত্ত দুর্বল, রানীর

প্রতি অন্ধ আমার প্রেম। আজ দেখাব তোমরা ভুল করেছ। তোমাদের মহারানীরও বিচার হবে। নির্বাসন দিতে পারি নে ভাবছ? আমাদের বংশ রামচন্দ্রের, সূর্যবংশ।

মন্ত্রী। মহারাজ!

বিক্রম। কী, বলো। স্তব্ধ হয়ে রইলে কেন?

মন্ত্রী। সামন্তরাজদের সৈন্যদল নিকটবর্তী। শিলাদিত্য তাদের সেনাপতি।

বিক্রম। সিংহাসনের প্রতি লক্ষ?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ।

বিক্রম। প্রতিরোধের কী ব্যবস্থা করেছ?

মন্ত্রী। সৈন্য প্রস্তুত নেই, তাদের সকলকে বিশ্বাস করাও কঠিন।

নরেশ। আমাকে ভার দিন, মহারাজ। দ্বিধা করবার সময় নেই। আমি সৈন্য প্রস্তুত করি গে!

বিক্রম। প্রতিহারী, মহারানী কোথায়?

প্রতিহারী। তিনি অন্তঃপুরে নেই।

বিক্রম। কোথায় তিনি? ভৈরবমন্দিরে?

প্রতিহারী। সেখানে দর্শন পাই নি।

বিক্রম। কোথায় তবে?

প্রতিহারী। দ্বারপাল বলে, ঘোড়ায় চড়ে তিনি উত্তরের পথে চলে গেছেন।

বিক্রম। অর্থ কী? রাজকুমার, তুমি নিশ্চয় জান কোথায় গেছেন তিনি।

নরেশ। কিছুই জানি নে, মহারাজ।

বিক্রম। চলে গেছেন? বিদ্রোহী প্রজাদের উত্তেজিত করতে? ফিরিয়ে নিয়ে এসো, ধরে নিয়ে এসো, বেঁধে নিয়ে এসো শৃঙ্খল দিয়ে— স্বৈরিণী!

নরেশ। এমন কথা মুখে আনবেন না। আমরা সইতে পারব না।

বিক্রম। মুগ্ধ আমি! ধিক্ আমাকে! অন্ধ, দেখতেই পাই নি, সিংহাসনের আড়ালে বসে কাশ্মীরের কন্যা চক্রান্ত করছিলেন। স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস নেই! অন্তঃপুরে ওকে কে রাখবে! কারাগার চাই!

নরেশ। এমন পাপ চিন্তা করবেন না, মহারাজ!

বিক্রম। তোমরা সবাই আছ এর মধ্যে। তুমিও আছ, নিশ্চয় আছ। চলে গেছেন! আগে তোমাদের দণ্ড দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ। দেবদত্ত কোথায়? কোথায় সেই বিশ্বাসঘাতক।

মন্ত্রী। বৃথা চঞ্চল হবেন না, মহারাজ। মহারানী মনকে শান্ত করতে গেছেন, নিশ্চয় আপনিই ফিরে আসবেন। অধীর হয়ে তাঁকে অপমান করলে চিরদিনের মতো তাঁকে আমরা হারাব।

বিক্রম। ফিরে আসবেন সে কি আমি জানি নে? আমাকে কেবল স্পর্ধা দেখিয়ে গেলেন। মনে করেছেন তাঁকে কাকুতি মিনতি করে ফেরাব। ভুল মনে করেছেন। আমাকে এমনি কাপুরুষ বলেই জানেন বটে! আমার পরিচয় পান নি। নিষ্ঠুর

হবার প্রচণ্ড শক্তি আমার আছে। আমাকে ভয় করতে হবে—এইবার তা বুঝবেন।

দূতের প্রবেশ

দূত। উত্তরপথ থেকে মহারানীর এই পত্র।

বিক্রম। [পত্র পড়তে পড়তে] রাজকুমার নরেশ, সুমিত্রা এ-সব কী লিখেছেন? এর কী মানে?— 'বিবাহের পূর্বে একদিন রুদ্রভৈরবকে আত্মনিবেদন করতে গিয়েছিলেম। তাঁরই বলি ফিরিয়ে নিয়ে এসে দিলেম তোমাকে, তোমার রাজ্যকে। ব্যর্থ হল, তুমিও পেলে না, তোমার রাজ্যও পেতে বাধা পেল।'

নরেশ। মহারাজ, তুমি তো জান, মহারানী আগুনে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলেন, পুরবাসীরা ফিরিয়ে এনে তোমার হাতে দিলেন।

বিক্রম। সেই আগুন যে সঙ্গে আনলেন, দগ্ধ করলেন আমাকে। এই লও নরেশ, পড়ো, আমার চোখে অক্ষরগুলি নৃত্য করছে, আমি পড়তে পারছি নে!

নরেশ। মহারানী লিখছেন, 'আমি যাঁর কাছে নিবেদিত তাঁকে তাঁর অর্ঘ্য ফিরিয়ে দিতে চললেম। কাশ্মীরে ধ্রুবতীর্থে মার্তণ্ডদেব আমাকে গ্রহণ করবেন। রূপ দিয়ে তোমাকে তৃপ্ত করতে পারি নি, শুভকামনা দিয়ে তোমার রাজ্যের অকল্যাণ দূর করতে পারলুম না। যদি আমার তপস্যা সার্থক হয়, যদি দেবতাকে প্রসন্ন করি, তবে দূর হতে তোমাদের মঙ্গল করতে পারব। আমাকে কামনা কোরো না, এই তোমার কাছে আমার শেষ নিবেদন। আমাকে ত্যাগ করো, তোমাদের শান্তি হোক।'

বিক্রম। দেন নি, তিনি কিছুই দেন নি, সমস্ত ফাঁকি! নারী যে সুধা এনেছে আমার দীনতম প্রজারও ঘরে, আমি রাজ্যেশ্বর তার কণাও পাই নি— আমার দিনরাত্রি তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেছে সুধাসমুদ্রের তীরে বসে। নরেশ, আজ আমাকে কী করতে হবে বলো, আমি মন স্থির করতে পারছি নে।

নরেশ। মহারাজ, আমার কথা যদি শোন তাঁকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা কোরো না।

বিক্রম। কী বললে! করব না চেষ্টা! বিশ্বের সামনে আমার পৌরুষ ধিক্‌কৃত হবে! আনো আগে তাঁকে ফিরিয়ে, তার পর সর্বসমক্ষে তাঁকে ত্যাগ করব। রাষ্ট্রপালকে বলো তাঁকে আনুক বন্দী ক'রে।

নরেশ। হবে না মহারাজ, সে হবে না, আমার প্রাণ থাকতে সে হতে দেব না।

বিক্রম। বিদ্রোহ?

নরেশ। হাঁ, বিদ্রোহ! তুমি আত্মবিস্মৃত, তোমার অনুমোদন ক'রে তোমার অবমাননা করতে পারব না। তোমার রাজ্যসীমা অতিক্রম করতে এখনো তাঁর তিন-চার দিন লাগবে। আমি নিজে যাব তাঁকে ফিরিয়ে আনতে।

বিক্রম। যাও, তবে এখনই যাও, শীঘ্র যাও।

[নরেশের প্রস্থান

মন্ত্রী, তুমি ভাবছ, তাঁকে ক্ষমা করে ফিরিয়ে আনছি। একেবারেই নয়। রাজবিদ্রোহিণী তিনি, আমি নিজেই দিতেম

তাঁকে নির্বাসন। আমার দণ্ড এড়িয়ে তিনি পালাচ্ছেন, এই আমার ক্ষোভ।

মন্ত্রী। মহারাজ, তাঁকে দণ্ড দেবার কথা বলে আমাদের সকলকে দুঃখ দিচ্ছেন। তিনি কাছে আসলেই দেখতে পাবেন তাঁকে দণ্ড দেবার সাধ্য আপনার নেই।

বিক্রম। তা হতে পারে, আমি মুগ্ধ। এ মোহপাশ যাক, যাক ছিন্ন হয়ে, আমি আনব না তাঁকে আমার কাছে। প্রতিহারী, রাজকুমার নরেশকে শীঘ্র ফিরিয়ে আনো। যেতে দাও, যেতে দাও, কাশ্মীরের কন্যাকে কাশ্মীরে ফিরে যেতে দাও।

মন্ত্রী। দাসের অনুনয় শুনুন মহারাজ। রাজকুমার নরেশ তাঁকে ফিরিয়ে আনুন, তার পরে আজকের দিনের এই ক্ষত-বেদনা ভুলতে দেরি হবে না।

বিক্রম। মিনতি করে ফিরিয়ে আনা নয়, নয়, কিছুতেই নয়। একদিন যুদ্ধ করে তাঁকে জালন্ধরে এনেছি, পুনর্বার যুদ্ধ করেই তাঁকে জালন্ধরে ফিরিয়ে আনব।

মন্ত্রী। যুদ্ধ করে!

বিক্রম। হাঁ, যুদ্ধ করেই। কাশ্মীরের অভিমানে কাশ্মীরে চলেছেন— জালন্ধরের অপমান ঘোষণা করবেন! পদানত ধূলিশায়ী কাশ্মীরের চোখের উপর দিয়ে নিয়ে আসব তাঁকে বন্দিনী করে, যেমন করে দাসীকে নিয়ে আসে। এই কাশ্মীরের স্পর্ধা মনের মধ্যে গোপনে পোষণ করে এতদিন আমাকে উপেক্ষা করেছেন। এবার তলোয়ার দিয়ে তার মূল উৎপাটিত

করে তবে আমি শান্তি পাব। মন্ত্রী, বৃথা তর্কের চেষ্টা কোরো না— এই মুহূর্তে সৈন্য প্রস্তুত করতে বলো গে।

মন্ত্রী। মহারাজ, ইতিমধ্যে তবে কি বিনা বাধায় বিদ্রোহী সামন্তরাজদের দেবে রাজ্য অধিকার করতে ?

বিক্রম। না।

মন্ত্রী। তা হলে আপাতত এদের সঙ্গে যুদ্ধ সেরে তবে অন্য কথা।

বিক্রম। যুদ্ধ নয়।

মন্ত্রী। তবে ?

বিক্রম। সন্ধি।

মন্ত্রী। মহারাজ, কী বললেন ! সন্ধি !

বিক্রম। হাঁ, সন্ধি করব। ওরাই হবে কাশ্মীর-অভিযানে আমার সঙ্গী।

মন্ত্রী। সন্ধি করবে ! মহারাজ, ক্ষোভের মুখেই এমন কথা বলছ।

বিক্রম। তোমার মন্ত্রণা দেবার সময় চলে গেছে। এখন বিনা বিচারে আমার আদেশ পালন করো।

মন্ত্রী। তবু বলতে হবে।— যা সংকল্প করেছ তাতে রাজ্যের সমস্ত প্রজা উন্মত্ত হয়ে উঠবে।

বিক্রম। উন্মত্ততা গোপন থাকলে স্থায়ী হয়ে থাকে— উন্মত্ততা প্রকাশ হলে তাকে দমন করা সহজ। সেজন্যে আমার কোনো চিন্তা নেই। দূতকে ডেকে পাঠাও।

[উভয়ের প্রস্থান

কন্দর্পের পুষ্পমূর্তি ও পূজোপকরণ নিয়ে
বিপাশা ও তরুণীগণের প্রবেশ

বিপাশা। গান

বকুলগন্ধে বন্যা এল
দখিন-হাওয়ার স্রোতে।
পুষ্পধনু, ভাসাও তরী
নন্দনতীর হতে।

মহারাজা বলছিলেন এইখান থেকে যাত্রারম্ভ হবে। মাধবীবিতানে তিনি আমাদের সঙ্গে যাবেন। কই, তাঁকে তো দেখছি নে!

প্রথমা। আমাদের গান শুনতে পেলেই দেখা দেবেন।

গান। অনুবৃত্তি

পলাশকলি দিকে দিকে
তোমার আখর দিল লিখে,
চঞ্চলতা জাগিয়ে দিল
অরণ্যে পর্বতে।

দ্বিতীয়া। কিন্তু মহারাজ তো এলেন না— গোধূলিলগ্ন বয়ে যাচ্ছে। ঐ তো দিগন্তে চাঁদের রেখা দেখা দিল।

বিপাশা। লগ্ন এলেই কী আর গেলেই কী, আমাদের তাতে কী আসে যায়? গান থামাস নে। মহারাজ বলেছেন উৎসবকে জাগিয়ে রাখতে, একটুও যেন ম্রিয়মাণ না হয়।

গান। অনুবৃত্তি

আকাশপারে পেতে আছে
একলা আসনখানি—
নিত্যকালের সেই বিরহীর
জাগল আশার বাণী।
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে
নবীন প্রাণের পত্র আসে,
পলাশ-জবায় কনকচাঁপায়
অশোকে অশ্বথে।

বিক্রমের প্রবেশ

বিপাশা। মহারাজ, সময় হয়েছে।

বিক্রম। হাঁ সময় হয়েছে— এবার ফেলে দাও এ-সব, দ'লে ফেলে দাও ধুলোয়।

প্রথমা। মহারাজ, কী করলেন, এ যে দেবতার মূর্তি!

বিক্রম। এমন অক্ষম, এমন ব্যর্থ, এমন মিথ্যা, ওকে বল দেবতা! বিড়ম্বনা! এই আমি ওকে পায়ের তলায় দলছি। দ্বারী!

দ্বারী। কী মহারাজ?

বিক্রম। নিবিয়ে দিতে বলে দাও এই-সব আলোর মালা। দ্বারের কাছে বাজিয়ে দাও রণভেরী।

[রাজা ও তরুণীগণের প্রস্থান

নরেশের প্রবেশ

নরেশ। বিপাশা, শুনে যাও।

বিপাশা। কী, বলো।

নরেশ। চলে গেলেন।

বিপাশা। কে চলে গেলেন ?

নরেশ। আমাদের মহারানী।

বিপাশা। কোথায় চলে গেলেন ?

নরেশ। জান না তুমি ?

বিপাশা। না।

নরেশ। তিনি গেছেন একলা ঘোড়ায় চড়ে কাশ্মীরের পথে।

বিপাশা। বলো বলো, সব কথাটা বলো।

নরেশ। পত্র পাঠিয়েছেন তিনি আর ফিরবেন না। ধ্রুব-তীর্থে মার্তণ্ডমন্দিরে আশ্রয় নেবেন।

বিপাশা। আহা, কী আনন্দ ! মুক্তি এতদিন পরে !

নরেশ। বিপাশা, তাঁকে তো বাঁধতে কেউ পারে নি !

বিপাশা। শিকল পরাতে পারে নি, খাঁচায় রেখেছিল। পাখা বাঁধিয়ে দিয়েছিল সোনা দিয়ে। ধরতে গিয়ে তাঁকে হারাল। এই হারানোর কী অপূর্ব মহিমা ! সূর্যাস্তরশ্মির পশ্চিমযাত্রা। কিন্তু এই অন্ধরা কি এঁর পুণ্যরূপের ছটা দেখতে পেলে ?

নরেশ। আমরা যাব তাঁকে ফেরাতে। এতক্ষণে তিনি গেছেন নন্দীগড়ের মাঠের কাছে।

বিপাশা। যেয়ো না যেয়ো না, তিনি তোমাদের নন ; তাঁকে পাও নি, পাবেও না। আজ ভাঙা উৎসবের ভিতর দিয়ে তিনি ছাড়া পেলেন পাষাণের বুক-ফাটা নির্ঝরের মতো।

গান

প্রলয়-নাচন নাচলে যখন
আপন ভুলে
হে নটরাজ, জটার বাঁধন
পড়ল খুলে।
জাহ্নবী তাই মুক্তধারায়
উন্মাদিনী দিশা হারায়,
সংগীতে তার তরঙ্গদল
উঠল দুলে।
রবির আলো সাড়া দিল
আকাশপারে।
শুনিয়ে দিল অভয়বাণী
ঘরছাড়ারে।
আপন স্রোতে আপনি মাতে,
সাথি হল আপন সাথে—
সবহারা সে সব পেল তার
কূলে কূলে॥

এই গান আমরা পাহাড়ে গাই বসন্তে যখন বরফ গলতে থাকে, ঝরনাগুলো বেরিয়ে পড়ে পথে পথে। এই তো তার সময়— ফাল্গুনের স্পর্শ লেগেছে পাহাড়ের শিখরে শিখরে, হিমালয়ের মৌন গেছে ভেঙে।

নরেশ। খুব খুশি হয়েছ, বিপাশা?

বিপাশা। খুব খুশি আমি।

নরেশ। কোনো দুঃখই বাজছে না তোমার মনে?

বিপাশা। এমন সুখ কোথায় পাব কুমার, যাতে কোনো দুঃখই নেই?

নরেশ। বন্ধন তো কাটল, এখন তুমি কী করবে?

বিপাশা। যাঁর সঙ্গে ঘরে ছিলাম তাঁর সঙ্গেই পথে বেরব।

নরেশ। তোমাকেও আর ফেরাতে পারব না?

বিপাশা। কী হবে ফিরিয়ে, বন্ধু? হয়তো বাঁধতে গিয়ে ভুল করবে।

নরেশ। আচ্ছা, যাও তুমি। আমার মন বলছে, মিলব একদিন। এখানে আমারও স্থান নেই।

বিপাশা। কেন নেই, কুমার?

নরেশ। মহারাজ স্থির করেছেন— কাশ্মীরে যুদ্ধযাত্রা করবেন, যুদ্ধে জয় করেই মহারানীকে ফিরিয়ে আনবেন।

বিপাশা। সেও ভালো। এমনি রাগ করেও যদি রাজার পৌরুষ জাগে তো সেও ভালো।

নরেশ। ভুল করছ, বিপাশা। এ পৌরুষ নয়, এ অসংযম— ক্ষত্রিয়তেজ একে বলে না। যে উন্মত্ততায় এতদিন আপনাকে বিস্মৃত হতে লজ্জা পান নি এও সেই উন্মাদনারই রূপান্তর। কোনো আকারে মোহমাদকতা চাই, নিজেকে ভুলতেই হবে এই তাঁর প্রকৃতি। মীনকেতুরই কেতনে রক্তের রঙ মাখাতে চলেছেন— কল্যাণ নেই। আমাকেও যেতে হল কাশ্মীরে।

বিপাশা। লড়াই করতে?

নরেশ। মহারানীকে এই কথা জানাতে যে, যারা কাশ্মীরে

যুদ্ধ করতে এসেছে তারা জালন্ধরের আবর্জনা, তাদের পাপে আমাদের সকলকে যেন তিনি অপরাধী না করেন।

বিপাশা। যাবে তুমি? সত্যি যাবে?

নরেশ। হাঁ, সত্যি যাব।

বিপাশা। তবে আমিও তোমার পথের পথিক।

নরেশ। তা হলে এ পথের অবসান যেন কখনো না হয়।

বিপাশা। তুমি আর ফিরবে না?

নরেশ। ফেরবার দ্বার বন্ধ। রাজা আমাকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছেন। অন্ধ সংশয়ের হাতে যেখানে রাজদণ্ড, রাজার বন্ধুদের স্থান সেখান হতে বহু দূরে।

[উভয়ের প্রস্থান

৩

কাশ্মীর

১। সর্বনাশ! বল কী!

২। চলো, আর দেরি নয়।

১। ঠিক জান তো?

২। তরাইয়ে গিয়েছিলুম ভালুকের চামড়া বেচতে— স্বচক্ষে দেখে এলুম জালন্ধরের সৈন্য। আর দেখলুম ধনদত্তকে, চন্দ্রসেনের দূত। দুই পক্ষে বোঝাপড়া চলছে।

১। ওদের পথ আগলানো হবে না?

২। কে আগলাবে? খুড়োমহারাজ নিজের পথ খোলসা করছেন। এবার আমরা প্রজারা মিলে যেদিন যুবরাজকে রাজা করতে দাঁড়িয়েছি, এমনি অদৃষ্ট, ঠিক সেই দিনেই এসে পড়ল বিদেশী দস্যু! খুড়োরাজা এবার কাশ্মীরের রাজছত্রের উপর জালন্ধরের ছত্র চড়িয়ে সিংহাসনে নিজের অধিকার পাকা করে নিতে চেষ্টা করছেন।

১। কিন্তু দেখো বলভদ্র, এ সংবাদ এখন প্রচার করে অভিষেক ভেঙে দিয়ো না। এখানকার অনুষ্ঠান চলতে থাক্— আজকের মধ্যেই সমাধা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আমরা যা করতে পারি করি গে। রণজিৎকে পাঠাও পত্তনে। আর

জঠিয়াতে খবর দাও কাঠুরিয়াপাড়ায়— আমি চললেম রঙ্গীপুরে। ঘোড়া যার যতগুলো পাওয়া যায় ধরে আনা চাই। পাঁচমুড়ির মহাজনদের গমের গোলা আটক করতে হবে— অন্তত ছ মাসের যুদ্ধের খোরাক দরকার।

২। এবার আমরা মরি আর বাঁচি, ঐ পিশাচের অভিপ্রায় কিছুতেই সিদ্ধ হতে দেব না। কুমারের অভিষেক আজ সম্পন্ন হওয়াই চাই। তার পর থেকেই চন্দ্রসেনকে রাজবিদ্রোহী বলে গণ্য করব। ওরে, তোরা তোরণে দেবদারুশাখায় মালাগুলো শীঘ্র খাটিয়ে দে। ভেরীওয়ালাকে বল্‌-না বাজিয়ে দিতে ভেরী।

১। সবাই এসে জড়ো হোক। এই-যে মহীপাল— তোমাকে অত্যন্ত দরকার।

মহীপাল। কেন, কী হয়েছে ?

২। সে কথা এখানে বলা চলবে না। চলো ঐ দিকে। দেরি কোরো না।

১। এইমাত্র একটা খবর পেয়েছি, চন্দ্রসেন এই দিকে আসছেন। বোধ করি অভিষেক ভেঙে দিতে।

২। না, আমার বিশ্বাস, কৌশলে যুবরাজকে সতর্ক করে দিতে। চন্দ্রসেন আর সব করতে পারে কিন্তু কুমারকে ওরা বন্দী করে নিয়ে যাবে এ তিনি কখনোই সইবেন না। কিন্তু চল্‌, আর দেরি না।

[সকলের প্রস্থান

আর-একদল

১। ব্যাপারখানা কী ভাই ?

২। আকাশ থেকে পড়লে নাকি ?

১। সেইরকমই তো বটে। দুঃখের কথাটা বলি। জান তো পেটের দায়ে একদিন ঢুকেছিলুম খুড়োরাজার প্রহরীর দলে। খুব মোটা মাইনে নইলে ওঁর কাজে লোক আসতে চায় না। স্ত্রীর গায়ে গহনা চড়ল— কিন্তু লজ্জায় সে ইঁদারায় জল আনতে যাওয়া বন্ধ করলে। আমাদের পাড়ায় থাকে কুন্দন ; সকলের নামে সে ছড়া কাটে। সে আমার নাম দিলে খুড়ো গণেশের খুড়তুতো ইঁদুর। শুনে দেশসুদ্ধ লোক খুব হাসলে, আমি ছাড়া।

৩। বাহবা, ঠিক নামটা বের করেছে তোদের কুন্দন। দেশে খুড়তুতো ইঁদুরের বাড়াবাড়ি হতে চলল। ঘরের ভিত পর্যন্ত ফুটো করে দিলে রে, দাঁত বসাচ্ছে সব-তাতেই, এইবার ওদের গর্তে লাগাব আগুন। তার পরে বুদ্ধু, পিঠে গণেশ ঠাকুরের শুঁড়-বুলোনি সইল না বুঝি ?

১। অনেক দিন অনেক সহ্য করলুম। শেষকালে যেদিন খুড়োরাজা খুশি হয়ে আমাকে প্রহরীশালার সর্দার করে দিলে —সেইদিন পথের মধ্যে দেখা আমার ছোটো শালির সঙ্গে। জান তাকে—

২। জানি বই-কি। ঐ তোদের রূপমতী, খাসা মেয়ে রে ! তোদের ছড়া-কাটিয়ে তাকেই তো বলে মৃত্যুশেল।

১। সে আমাকে দেখে বাঁ পা দিয়ে মাটিতে এক লাথি মারলে, ধুলো উড়িয়ে দিলে, পায়ের মল ঝম্ ঝম্ করে উঠল— মুখ বাঁকিয়ে চলে গেল। আর সইল না।

৩। হা হা হা হা! রাঙা পায়ের এক ঘায়ে খুড়তুতো

ইঁদুরের লেজ গেল কাটা!

১। দিলেম ফেলে আমার পাগড়ি প্রহরীশালার দ্বারে, চলে গেলেম উত্তরে মালখণ্ডে। গ্রীষ্মভোর ছাগল চরাই, শীতকালে রাজধানীতে নিয়ে আসি, কম্বল বিক্রি করি। পণ করেছি যখন হাতে কিছু টাকা হবে, পাগড়িতে লাগাব সোনার পাড়— যাব আমার শ্যালির বাড়িতে, সেই বাঁ পায়ের লাথিটা সে ফিরিয়ে নেবে, তবে অন্য কথা। এই কথাই ভাবতে ভাবতে আসছিলেম ছাগলের পাল নিয়ে, যাচ্ছিলেম রাজধানীর দিকে। পথের মধ্যে একদল লোক ছাগলসুদ্ধ আমাকে হৈঃ হৈঃ শব্দে খেদিয়ে নিয়ে এল এইখানে, বললে এই আমাদের রাজধানী, এইখানে— এই উদয়পুরে।

২। মুর্খু, মনে রাখিস, আজ থেকে এর নাম উদয়পুর নয়, কুমারপুর।

১। মনে রাখা শক্ত হবে ভাই, এখানে আমার দাদাশ্বশুরের বাড়ি, চিরদিন জানি—

৩। ভাবনা কী, নতুন রাজত্বে তোর দাদাশ্বশুরের নাম নতুন করে দেব।

১। তা যেন দিলে, কিন্তু আমার ছাগলের মহাজন থাকে সেইখানটাতে যাকে রাজধানী বলে জানতুম। সে লোকটার কাছে দেনাও আছে, পাওনাও আছে। নইলে তারও নাম বদল করে দিলে খুশি হতুম।

২। আচ্ছা বেশ, খুড়োরাজের রাজত্বকালে দেনাটা কুমার-রাজের রাজত্বকালে মাপ করে দেওয়া গেল।

১। আর পাওনাটা ?

২। সেটা পরে দেখা যাবে— সময়মতো।

১। পেটের তাগিদ সময় মানবে না, দাদা। তা যাই হোক, তোদের মুখের কথায় রাজধানী তৈরি হয় না তো ভাই, সেরকম চেহারা দেখছি নে।

৩। সবই কি চোখে দেখতে হয় ? মনে মনে দেখ্।

১। কিন্তু ছাগলের দামটা মনে মনে পেলে আমার চলবে না। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলো, দাদা।

৩। তবে শোন্, কুমার এলেন তীর্থ থেকে, তবু খুড়ো-মহারাজ সিংহাসন আঁকড়েই রইলেন। দেখলুম, টানাটানি করতে গেলে রক্তারক্তি হবে। ঠিক করেছি এখানেই যুবরাজের রাজধানী বসিয়ে তাঁকে রাজা করব। আজই অভিষেক।

১। এই আখরোটের বনে ?

২। কোথাকার গোঁয়ার এটা ? রাজা যেখানেই বসবেন সিংহাসন সেইখানেই। আর তোকে যদি ইন্দ্রের আসনেও বসাই তার তলা থেকে ছাগল ডাকতে থাকবে রে।

১। না ডাকলেও সুখ হবে না ভাই, মন কেমন করবে। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি নে। ছিলেন এক রাজা, হলেন দুই রাজা— ভার সইবে ? এক ঘোড়ার দুই সওয়ার, লেজের দিকে লাগাম টানবে একজন, মুখের দিকে আর-একজন— জন্তুটা চলবে কোন্ রাস্তায় ?

২। ওরে, জন্তুটার চেয়ে মুশকিল হবে সওয়ারের— যিনি থাকবেন লেজের দিকে তাঁকে আপনিই খসে পড়তে হবে।

বুঝতে পেরেছিস ?

১। অনেকখানি বোঝা বাকি আছে। লেজার মানুষটা খসে পড়বার আগে খাজনা দেব কাকে ?

৩। খাজনা দিতে হবে মহারাজ কুমারসেনকে।

১। তার পরে ?

৩। তার পরে আর কিছুই নেই।

১। খুড়োমহারাজ তো সিংহাসনে বসে উপোস করবার ব্রত নেন নি। যখন খিদে চড়ে যাবে তখন ?

২। সে কথা খুড়োমহারাজ চিন্তা করবেন। আমরা সবাই পণ করেছি খাজনা দেব মহারাজ কুমারসেনকে, আর কাউকে নয়।

১। ঠিক বলছ, দাদা ?— সবাই পণ করেছ ?

২। হাঁ, সবাই।

১। বরাবর দেখে আসছি তোমরা মোড়লরা পিছন থেকে চেঁচিয়ে বল 'বাহবা', আর সামনে থেকে মাথায় বাড়ি পড়ে আমাদেরই। ঠিক বলছ সবাই খাজনা দেবে কুমারমহারাজকে ? কেউ পিছোবে না ?

৩। কেউ না, কেউ না। আজ মহারাজের পা ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করব।

১। এ কথা ভালো। মার তো কপালে লেখাই আছে। একলা খাই সেইটেই দুঃখ। দেশ জুড়ে মারের ভোজ বসে যায় যদি, পাত পাড়তে ভয় করি নে।

২। এই রইল কথা ?

১। হাঁ, রইল।

৩। পিছোবি নে?

১। পিছোবার রাস্তাটা তোমরাই খোলসা রাখ, সে রাস্তা আমরা খুঁজেই পাই নে।

৩। ওরে বোকা, মরতে পারি নে তা নয়, কিন্তু আমরা ম'লে তোদের দশা কী হবে?

১। আমাদের অন্ত্যেষ্টিসৎকারটা বন্ধ থাকবে।

একদল স্ত্রীলোকের প্রবেশ

প্রথমা। রাজার অভিষেকের সময় হল?

২। না, এখনো দেরি আছে। তোমরা প্রস্তুত আছ তো?

প্রথমা। আমাদের জন্যে ভেবো না গো, ভেবো না। তোমাদের পুরুষের মধ্যেই দেখি কেউ-বা এগোন কেউ-বা পিছোন। কেউ বলছেন সময় বুঝে কাজ, কেউ বলছেন কাজ বুঝে সময়। মাঝের থেকে সময় যাচ্ছে চলে।

দ্বিতীয়া। দেখে এলেম তোমাদের ন্যায়বাগীশ এখনো বসে তর্ক করছেন, যিনি রাজা তিনি সিংহাসনে বসেন, না যিনি সিংহাসনে বসেন তিনিই রাজা। এই নিয়ে দুই পক্ষে মাথা-ভাঙাভাঙি চলছে আমাদের পাড়ায়। মেয়েরা কাল সমস্ত রাত ধরে সাজিয়েছে মাঙ্গল্যের ডালা।

তৃতীয়া। ভোর থেকে যে যার গ্রাম থেকে সব বেরিয়ে পড়ল।

১। আর লজ্জা দিয়ো না আমাদের। এ কথা মেনে নিচ্ছি মেয়েদের মতো পুরুষ মেলে না। তোমাদের গানের দল আছে তো?

দ্বিতীয়া। হাঁ, তারা এল বলে।

২। তোমাদের উমিচাঁদের মেয়ে?

তৃতীয়া। সেই তো সব দল ডেকে আনছে।

২। নন্দপল্লীর উপযুক্ত মেয়ে বটে। সেদিন বিতস্তার ঘাটে আমাদের করমচাঁদ গিয়েছিলেন তাকে গোটাদুয়েক মিঠে কথা বলতে। কঙ্কণের এক ঘা খেয়েই মুখ বন্ধ।

প্রথমা। জান না বুঝি? সে বলেছে বেত্রবতী নাম নেবে—কুমার-মহারাজের সিংহাসনের পশ্চাতে থাকবে তার পরিচারিকা হয়ে।

১। দাদা, তা হলে আমি ছাগল-চরানোর ব্যাবসা ছেড়ে দিয়ে রাজার ছত্রধর হব।

২। ওরে বুদ্ধু, এই খানেক আগেই তোকে দোমনা দেখেছি, এক মুহূর্তে রাজভক্তি ভরপূর হয়ে উঠল কিসে?

১। এক আগুন থেকে আর-এক আগুন জ্বলে।

৩। তুই তো ছাগল চরাতে গিয়েছিলি, উত্তরখণ্ডের খবর কিছু এনেছিস?

১। কাউকে যদি না বল তো বলি।

৩। ভয় কিসের? বলে ফেল্-না।

১। বললে না প্রত্যয় যাবে— স্বয়ং রানী সুমিত্রাকে দেখেছি ভৈরবীবেশে চলেছেন ধ্রুবতীর্থে।

২। পাগল রে!

প্রথমা। না গো, উনি মিথ্যা বলছেন না। আমিও শুনেছি বটে। কাউকে বলতে সাহস করি নি।

৩। কার কাছে শুনলে ?

প্রথমা। ঐ-যে আমার ভাস্থরঝি মন্দাকিনী। তীর্থ করে ফিরে আসছিল। পথে দেখা। রাজকুমারী চলেছেন মার্তণ্ড-দেবের উপাসিকার দীক্ষা নিতে।

২। বিশ্বাস করি কী ক'রে ? বুদ্ধু, তোর সঙ্গে কথা হল কিছু ?

১। প্রণাম করে বললুম, তুমি আমাদের রাজকুমারী স্থমিত্রা। তিনি বললেন, আমার নাম তপতী। জানিস তো সেই অপরূপ রূপ ? সেই লাবণ্য যেন আগুনে স্নান করে এল। বললেম, দেবী, চরণের সেবক হয়ে যাই সঙ্গে। তিনি নীরবে তর্জনী তুলে ফিরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

৩। দুর্গম তীর্থে রাজকুমারী একলা চলেছেন, তুই এখানে এসে রাজবাড়িতে জানালি নে ?

১। দুই-একজনকে জানাতে গিয়েছিলেম— আমাকে মারে আর-কি। বলে, আমি নেশা করেছি !

আর-একজনের প্রবেশ

৪। কিছুতে রাজি হল না।

২। কার কথা বলছ ?

৩। আমাদের সভাকবি দর্দুর। খুড়োমহারাজের আশ্রয় ছাড়তে সাহস করল না। আজ অভিষেকে কোনোরকমের একটা সভাকবি চাই তো ?

৩। চাই বই-কি। আজকের মতো রীতরক্ষা ক'রে তার পরে সংক্ষেপে বিদায় করলেই হবে।

৪। জোগাড় করেছি একটি। মন্নু তাকে নিয়ে আসছে। বিদেশী, যাচ্ছে ধ্রুবতীর্থে, সঙ্গে নারী আছে।

৩। এর থেকেই ঠাওরালে সে কবি?

৪। দেখলেম, গাছতলায় বসে মেয়েটি গান গাচ্ছে, আর সে বাজাচ্ছে একতারা। মুখ দেখেই সন্দেহ হল লোকটা আর কিছুই না পারুক, গান বানাতে পারে। সিধে গিয়ে বললুম, তুমি কবি, চলো রাজার অভিষেকে। প্রথমটা কিছুতেই মানতে রাজি নয়। ভাবলে, তাকে পাগল বললুম না বোকা বললুম। সঙ্গের মেয়েটি বললে, হাঁ, ইনি কবি বই-কি, নিশ্চয় কবি, অভিষেকে যেতে হবেই তো। অমনি মানুষটা জল হয়ে গেল— আর 'না' বলবার জো রইল না।

৩। 'না' বলবার মতো মেয়েটি নয় বোধ করি।

৪। একেবারেই না। দেখলেম দিব্যি বশ মেনেছে। মেয়েটি যদি বলত 'চলো, লড়াই করবে' তবে তখনই ছুটত লড়াই করতে, কবিতা লেখা তো সামান্য কথা।

২। শুনে বুঝছি, লোকটি কবি। মনে তো আছে, আমাদের ধরণীদাস? গৌরীতরাইয়ের নথ্‌নি বুনত শাল, ধরণী আস্তে আস্তে দাঁড়াত তার আঙিনার কোণে। আর সে দিত তার কুণ্ডল ঝুলিয়ে ঝংকার, তারই চোটে ধরণী সাত খাতা জুড়ে ছড়া লিখেছে। খেতুলাল, তুই ধরেছিস ঠিক, লোকটা কবি।

৪। হোক বা না হোক, চেহারায় মানাবে। ঐ-যে আসছে।

মন্নুর সঙ্গে নরেশ ও বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। [নরেশের প্রতি] কবি নরোত্তম, এঁদের বঞ্চিত কোরো না। তোমাকে গান গাইতে বলতে সাহস পাই নে। কিন্তু আমি তো তোমারই শিষ্যা, যথাসময়ে আমাকে অনুমতি কোরো, আমি গাইব।

নরেশ। তোমার ভক্তিতে আমি প্রীত। ভালো, অনুমতি করছি, গাও তুমি।

বিপাশা। সে কি প্রভু, এখনই? এখনো তো সময় হয় নি।

নরেশ। এতদিনেও আমার কাছে এ শিক্ষা হল না যে, গানের অসময় নেই?

১। কবি অন্যায় বলেন নি। ঐ দেখো-না, লোক জড়ো হয়েছে। সময় হল।

বিপাশা। গান

দিনের পরে দিন যে গেল
আঁধার ঘরে,
তোমার আসনখানি দেখে
মন যে কেমন করে।
ওগো বঁধু, ফুলের সাজি
মঞ্জরীতে ভরল আজি—
ব্যথার হারে গাঁথব তারে
রাখব চরণ'পরে।
পায়ের ধ্বনি গণি গণি
রাতের তারা জাগে।

উত্তরীয়ের হাওয়া এসে
ফুলের বনে লাগে।
ফাগুনবেলার বুকের মাঝে
পথ-চাওয়া সুর কেঁদে বাজে—
প্রাণের কথা ভাষা হারায়,
চোখের জলে ঝরে।

১। হায় হায়, খাঁটি কবি বটে রে! ছেড়ে দেওয়া হবে না। দাদাশ্বশুরের আটচালায় এক কোণে জায়গা করে দেব।

২। কবি, রচনা তোমারই বটে তো? ভণিতা নেই কেন? আমাদের বংশীলাল খুব লম্বা করেই ভণিতা লাগায়।

নরেশ। ভণিতার সম্পর্ক রাখি নে। আমি জানি গান যে গায় গান তারই। গানটা আমার কি তোমার, এই অত্যন্ত বাজে প্রশ্ন যদি না ভুলিয়ে দিলে তা হলে সে গান গানই নয়।

৩। কিন্তু দেখো কবি, আমার কেমন মনে হচ্ছে, এ গান আমি পূর্বেই শুনেছি এই কাশ্মীরেই।

নরেশ। বড়ো খুশি হলুম এ কথা শুনে। তুমি রসিক লোক। ভালো গান শুনলেই মনে হয় এ গান আগেই শুনেছি।

৩। মনে হচ্ছে আমাদের কবি শশাঙ্ক যেন ঐরকমের একটা—

নরেশ। কিছুই অসম্ভব নয়, কোনো কোনো কবি থাকেন যাঁর রচনা ঠিক অন্য লোকের রচনার মতোই হয়।

৩। কবি, ইচ্ছে করছে তোমাকে একটা মালা দিই।

নরেশ। মালা আমি নিই নে। আমার গান যাঁর কণ্ঠে, আমার মালাও তাঁরই কণ্ঠে পড়ে।

৪। সে তো ভালো কথা। উনি মালা পরার যোগ্য বটেন। হাঁ গা, তোমাদের ডালিতে তো মালা অনেক আছে, একখানা দাও-না ওঁকে পরিয়ে দিই।

প্রথমা। হাঁ, দিলাম ব'লে!

৪। ভালোমানুষের ঝি, দিলে দোষ কী?

দ্বিতীয়া। তোমরা দোষ দেখতে পাবে কেন? পথে ঘাটে মালা পরিয়ে বেড়ানো তোমাদের স্বভাব যে।

৩। মাসি, রাগ কর কেন?

দ্বিতীয়া। আর 'মাসি' 'মাসি' করতে হবে না।

৩। আচ্ছা, ছাড়লেম মাসি বলা, যা বললে খুশি হও তাই বলব। আপাতত একখানা মালা দাও-না, ওঁকে পরিয়ে দিই।

তৃতীয়া। তোমরা কি লজ্জার মাথা খেয়ে বসেছ! কোথাকার কে তার ঠিক নেই, রাজার অভিষেকের মালা দিতে হবে! এত সস্তা নয় গো।

১। ও কথা বোলো না দিদিশাশুড়ি, রাজা থাকলে স্বয়ং ওকে মালা দিতেন।

দ্বিতীয়া। ভরততলির লোক, তোমাদের ব্যাভারটা কি-রকম গো? ওকে দিদিশাশুড়ি বল কোন্ সম্পর্কে? ও আমার বোনঝি।

১। মাসি বলতে সাহস হল না। ভাবলুম দাদাশ্বশুরের গ্রামে থাকে, ঐ সম্পর্কের নামটা বেমানান হবে না।

প্রথমা। ঐ-যে রাজা আসছেন শিবির থেকে। এখনো তো সময় হয় নি। এরা সব গান গেয়ে উৎপাত ক'রে ওঁকে বের করে আনলে।

সকলে। জয়, মহারাজ কুমারসেনের জয়!

কুমারসেনের প্রবেশ

কুমার। শীভ্র আমার অশ্ব প্রস্তুত করো।

৩। কবি, ধরো ধরো, একটা গান ধরো শিগ্‌গির।

বিপাশা। গান

তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর পূর্ণ করো।
ঐ-যে দেখি বসুন্ধরা কাঁপল থরোথরো।
বাজল তূর্য আকাশপথে,
সূর্য আসেন অগ্নিরথে,
এই প্রভাতে দখিন হাতে বিজয়খড়্গ ধরো।
ধর্ম তোমার সহায়, তোমার সহায় বিশ্ববাণী।
অমর বীর্য সহায় তোমার, সহায় বজ্রপাণি।
দুর্গম পথ সগৌরবে
তোমার চরণচিহ্ন লবে,
চিত্তে অভয়বর্ম তোমার, বক্ষে তাহাই পরো॥

কুমারসেন। [বিপাশাকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে] হঠাৎ এখানে এলে যে?

বিপাশা। ছুটি পেয়েছি যুবরাজ।

কুমারসেন। সুমিত্রা?

বিপাশা। সে বন্দিনীও ছুটি পেয়েছে।

কুমারসেন। মৃত্যু ?

বিপাশা। না, নূতন প্রাণ।

কুমারসেন। অর্থ কী, বুঝিয়ে দাও।

বিপাশা। জালন্ধর ছেড়েছেন তিনি। গেছেন ধ্রুবতীর্থে, উপাসিকার দীক্ষা নেবেন।

কুমারসেন। তোমার কথাটাকে এখনো মনের মধ্যে ঠিক নিতে পারছি নে।

বিপাশা। যুবরাজ, সুমিত্রাকে তো চেন'। সূর্যের তপস্যা সেই জ্যোতির্ময়ী ছাড়া কে গ্রহণ করতে পারে আজকের দিনে ? আলোকের দূতী যারা, ভোগের ভাণ্ডারে তাদের বন্ধন রুদ্রদেব সহ্য করতে পারেন না।

কুমারসেন। আর জালন্ধররাজ বুঝি শৃঙ্খল হাতে নিয়ে ছুটেছেন।

বিপাশা। মাটির বাঁধ দিয়ে নদীকে বেঁধে তার স্রোতকে রাজভাণ্ডারে জমা করবার জন্যে। তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করো আমার ঐ পথের সঙ্গীকে।

কুমারসেন। তোমার পথের সঙ্গী ?

বিপাশা। হাঁ যুবরাজ, আমার পথের সঙ্গী। চুপ করে রইলে ! এর থেকে বুঝছি তুমি বুঝেছ। এর উপরে কথা চলে না।

কুমারসেন। এতদিনে বন্ধন গ্রহণ করলে, বিপাশা ?

বিপাশা। বিপাশা সিন্ধুনদীতে মিলেছে, সে মুক্তধারার মিলন।

কুমারসেন। ওঁর নামটি বলো।

বিপাশা। ওঁর নাম নরেশ। রাজা বিক্রমের বৈমাত্র্য ভাই। ডেকে আনছি।

কুমারসেন। নমস্কার, রাজকুমার।

নরেশ। নমস্কার।

কুমারসেন। তোমার মতো অতিথিকে পেয়ে আমার আজকের দিন সার্থক।

নরেশ। আমি আমার মহারানীর অনুবর্তী— তীর্থযাত্রী আমি, পথের অতিথি। তোমার দ্বারে আজ যে অতিথি অনাহূত এসেছেন, তাঁর সংবাদ পেয়েছ? প্রস্তুত হয়েছ তো?

কুমারসেন। এইমাত্র সংবাদ পেয়েছি। আয়োজন নেই, কিন্তু আহ্বান করতে হবে। বিশেষ করে আমারই সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কারণ কী ঘটেছে তা এখনো পর্যন্ত বুঝতেই পারি নি।

নরেশ। কারণের প্রয়োজন হয় না। অন্ধ বিদ্বেষ, অন্ধ ঈর্ষা বাইরে থেকে পথ খোঁজে না, স্বভাবের ভিতরেই তার আশ্রয়। তোমার মর্যাদা উনি সহ্য করতে পারেন না, তার অহৈতুক উত্তেজনা ওঁর দীনতার মধ্যে। এ যে বিধাতার অভিশাপ। তার উপরে উনি মনে মনে সন্দেহ করেন, মহারানী সুমিত্রা তোমার প্রশ্রয় পেয়েছেন বা তোমার প্রশ্রয় প্রার্থনা করতে এসেছেন।

কুমারসেন। এতদিনেও কি জানেন না সুমিত্রার পক্ষে তা অসম্ভব?

নরেশ। জানবার শক্তি যদি থাকত তা হলে হারাবার দুর্ভাগ্য তার ঘটত না।

ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ

পুরোহিত। মহারাজ, অভিষেকের কাজ এখনই আরম্ভ করা কর্তব্য। মনে হচ্ছে বিলম্বে বিঘ্ন হতে পারে। নানাপ্রকার জনশ্রুতি শোনা যাচ্ছে।

কুমারসেন। অভিষেকের কাজ সংক্ষিপ্ত করো। বিলম্ব সইবে না।

পুরোহিত। চলো তবে মহারাজ, ঐ অশ্বত্থবেদিকায়। সকলে জয়ধ্বনি করো।

তুরী-ভেরী-শঙ্খ-ধ্বনি

সকলে। জয় মহারাজাধিরাজ কাশ্মীরাধিপতির জয়!

কুমারসেন। বাহিরে ঐ কিসের কোলাহল?

অনুচরদের প্রবেশ

অনুচর। খুড়োমহারাজ হঠাৎ উপস্থিত। প্রহরীরা বলছে, প্রাণ থাকতে তাঁকে এখানে প্রবেশ করতে দেব না। তারা লড়াই করে মরতে প্রস্তুত। আদেশ করো মহারাজ।

কুমারসেন। শান্ত করো প্রহরীদের। খুড়োমহারাজকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসো।

[অনুচরদের প্রস্থান

বিপাশা। আমরা তবে প্রচ্ছন্ন হই।

[নরেশ ও বিপাশার প্রস্থান

একদল। কোথায় চলেছ চন্দ্রসেন? পাষণ্ড, কপট! কোথায় যাও বিশ্বাসঘাতক? ওকে বন্দী করো।

কুমারসেন। থামো তোমরা। এ কেমন বুদ্ধি তোমাদের? উনি এসেছেন বিশ্বাস করে আমার কাছে।

চন্দ্রসেন। কিছু ভয় নেই, বৎস, শুধু বিশ্বাসের উপর ভর করে আসি নি। ওদের যদি অপঘাতমৃত্যুর ইচ্ছা থাকে নিরাশ করব না।

কুমারসেন। প্রণাম পিতৃব্যদেব। আমার অভিষেকমুহূর্ত তোমার সমাগমে সার্থক হল। আমাকে আশীর্বাদ করো।

চন্দ্রসেন। সে পরে হবে। সময় একটুও নেই। কেন এসেছি শোনো। সহসা জালন্ধররাজ সসৈন্যে কাশ্মীরে উপস্থিত।

কুমারসেন। শুনেছি সে সংবাদ। অভিষেকের কাজ সত্বর সমাধা করব।

চন্দ্রসেন। থাক্ এখন অভিষেক। অবিলম্বে চলো তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে।

কুমারসেন। আত্মসমর্পণ! যুদ্ধ নয়?

চন্দ্রসেন। সৈন্য কোথায় তোমার?

কুমারসেন। কেন? রাজধানীতে সৈন্যের অভাব নেই।

চন্দ্রসেন। সে তো এখনো তোমার নয়।

কুমারসেন। কিন্তু কাশ্মীরের তো বটে!

চন্দ্রসেন। বিক্রম তো কাশ্মীর চান না, তোমাকেই চান।

কুমারসেন। আমার মান-অপমান কি কাশ্মীরের নয়?

চন্দ্রসেন। কী বল তুমি! এ তো সামান্য আত্মীয়কলহ। দাও তাঁর কাছে ধরা, চাও তাঁর স্নেহ ও ক্ষমা, হাসিমুখে সমস্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

কুমারসেন। খুড়োমহারাজ, তর্ক করবার সময় নেই, শেষবার জিজ্ঞাসা করি— রাজধানী থেকে সৈন্য পাব না ?

চন্দ্রসেন। রাজধানী! বিদ্রূপ করছ ? শুনেছি ঐ আখরোট-বনেই কাশ্মীরের রাজধানী। তোমার আদেশ এইখান থেকেই ঘোষণা কোরো। আমাকে তো কোনো প্রয়োজন নেই। আমি বিদায় হই।

[প্রস্থান

সকলে। ধিক্ ধিক্। নিপাত যাও। কোটি জন্ম তোমার নরকবাস হোক। সিংহাসনের কীট, সিংহাসনকে জীর্ণ করে তার ধূলির মধ্যে তোমার বিলুপ্তি ঘটুক।

কুমারসেন। স্তব্ধ হও। শোনো। জালন্ধর কাশ্মীর আক্রমণে এসেছেন, আমাকে একলা লড়তে হবে।

সকলে। মহারাজ, ন্যায় তোমার পক্ষে, ধর্ম তোমার পক্ষে, সমস্ত কাশ্মীরের হৃদয় তোমার পক্ষে। জয় মহারাজা কুমার-সেনের জয়! ধিক্ ধিক্ চন্দ্রসেনকে, শত শত শত ধিক্।

কুমারসেন। চুপ করো, বৃথা উত্তেজনায় বলক্ষয় কোরো না। এখনি যাও সৈন্য সংগ্রহ করো গে।

সকলে। আর অভিষেক ?

কুমারসেন। নাই-বা হল অভিষেক।

সকলে। সে হবে না, মহারাজ, সে হবে না। চন্দ্রসেনের

চক্রান্ত শেষে সফল হবে! এ কিছুতেই পারব না সইতে। আমরা আছি, সৈন্যসংগ্রহের আয়োজনে এখনই চললুম। কিন্তু উৎসব চলুক, অনুষ্ঠান শেষ হোক।

কুমারসেন। ভয় নেই, মন্দিরে দেবসাক্ষী করে তীর্থোদকে একমুহূর্তে আমার অভিষেক হয়ে যাবে। যদি ফিরে আসি উৎসব সম্পূর্ণ করব। কিন্তু তোমরা যাও। আর বিলম্ব নয়।

সকলে। জয় মহারাজ কুমারসেনের। ধিক্ চন্দ্রসেন। ধিক্ ধিক্ ধিক্।

[সকলের প্রস্থান

আর-এক দলের প্রবেশ

১। মহারাজ, আর সময় নেই। পালাতে হবে।

কুমারসেন। কেন?

১। জালন্ধরের সৈন্য অন্ধমুনির মাঠ পর্যন্ত এসেছে, পালানো ছাড়া এখন আর উপায় নেই। চলো, শম্ভুপ্রস্থের বনে আমি পথ জানি।

[উভয়ের প্রস্থান

২। এইমাত্র যে খুড়োমহারাজ এসেছিলেন।

১। চাতুরি, চাতুরি। শত্রুপক্ষকে তিনি নিজে সন্ধান বাৎলিয়েছেন।

২। গ্রামে গ্রামে লোক গেছে সৈন্য জোগাড় করতে, কিন্তু সময় তো পাওয়া গেল না। এরা যুদ্ধ করতেও দিলে না রে!

৩। এ যে বেড়া আগুন, কিছুই করতে পারব না, মরব শুধু। অসহ্য!

১। জালন্ধরের পাপিষ্ঠরা একেই বলে যুদ্ধ করা! এ তো মানুষ খুন করা!

আর-এক দল

১। নাগপত্তন জ্বালিয়ে দিয়েছে রে, জ্বালিয়ে দিয়েছে।

২। বলিস কী!

৩। হ্যাঁ, সেখানকার মানুষগুলো শেষ পর্যন্ত চেঁচিয়ে গলা ভেঙেছে— জয় মহারাজ কুমারসেনের জয়।

২। এর পিছনে আছে খুড়োরাজা। নাগপত্তন ওকে কিছুতেই মানে নি কিনা, এবার তারই শোধ নিলে বিদেশীকে দিয়ে।

৩। তা হলে অনেক পত্তনেরই লীলা সাঙ্গ হবে।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। শোনো শোনো, তোমাদের মধ্যে কুন্তীপুরের মানুষ কেউ আছ?

১। কেন বলো তো।

দেবদত্ত। চন্দ্রসেনের সঙ্গে বিক্রম-মহারাজের পরামর্শ হয়েছে, সেখানে সৈন্য পাঠাবেন উৎপাত করবার জন্যে।

২। আপনি কে হন মশায়? বিদেশী বলে বোধ হচ্ছে।

দেবদত্ত। হাঁ, বিদেশী।

৩। জালন্ধরের মানুষ?

দেবদত্ত। ঠিক ঠাউরেছ।

১। তোমার এতটা ধর্মবুদ্ধি হল কেমন করে?

দেবদত্ত। বিধাতার আশ্চর্য মহিমায় কদাচিৎ এমনতরো

ঘটে। তোমাদের কাশ্মীরে চন্দ্রসেন যে বংশে জন্মেছেন সে বংশেও ভদ্রমানুষ জন্মায় দেখেছি।

২। বেশ বলেছেন ঠাকুর, বেশ বলেছেন। ব্রাহ্মণ তো?

দেবদত্ত। হাঁ, ব্রাহ্মণ।

সকলে। প্রণাম হই।

২। নিজের রাজার বিরুদ্ধে আপনি—

দেবদত্ত। রাজার বিরুদ্ধে বল একে কোন্ বুদ্ধিতে? আমার রাজার পাপ যতটা নিবারণ করব আমার রাজভক্তি ততটাই সার্থক হবে।

৩। কিন্তু বিপদ আছে তো ঠাকুর, রাজা যদি—

দেবদত্ত। রাজার হয়ে আজ যারা অন্যায় করছে, বিপদের আশঙ্কা আমার চেয়ে তাদের তো কম নয়। অধর্ম যদি সাহস দিতে পারে, ধর্ম কি ভীরু হবে?

২। খুব বড়ো কথা বললে ঠাকুর। দাও, আর একবার পায়ের ধুলো দাও।

দেবদত্ত। যুবরাজ কুমারসেন এখান থেকে পালাতে পেরেছেন?

১। ঠাকুর, মাপ করো, ঐটে পারব না, যুবরাজের কথা তোমার সঙ্গেও চলবে না।

দেবদত্ত। কিছু বলতে হবে না, আমি জানতে চাই, তিনি নিরাপদ তো?

১। আপদ-বিপদের কথা কে বলতে পারে? তবে কিনা আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

৩। দেখো দেখো, ঐ পশ্চিম পাহাড়ে। বোধ হচ্ছে অচলেশ্বরের কাছে ওরা আগুন লাগিয়েছে। বনটা সুদ্ধ জ্বলে উঠেছে। অকারণ সর্বনাশ করতে এল কেন এরা! খিদে পেলে বাঘে খায়, ভয় পেলে সাপে তাড়া ক'রে ক'রে আসে, এদের যে নিষ্কাম পাপ, অহৈতুকী হিংসা। এরা কোন্ জাতের মানুষ, ঠাকুর?

দেবদত্ত। দৈত্য, দৈত্য। দেবতার 'পরে এদের বিশুদ্ধ বিদ্বেষ। ওরে উন্মত্ত দুর্বৃত্ত অন্ধ, তোমার মহাপাতক তোমাকে মহাপতনে নিয়ে চলল, আজ কে তোমাকে বাঁচাতে পারে? ধিক্ তোমার বন্ধুদের।

[প্রস্থান

বিক্রম ও চরের প্রবেশ

বিক্রম। কী বললে? সন্ধান পাওয়া গেল না?

চর। না মহারাজ।

বিক্রম। তবে যে চন্দ্রসেন বললেন, এইখানেই তাঁর অভিষেক হচ্ছিল। সে তো বেশিক্ষণের কথা নয়।

চর। এইমাত্র দেখলুম, তাঁর ঘোড়া ফিরিয়ে আনছে। তিনি প্রবেশ করেছেন শম্ভুপ্রস্থের বনে। সেখানে গুহার পথে অদৃশ্য হতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হয় না।

বিক্রম। যারা পথ জানে তাদের ধরে আনো।

চর। মহারাজ, মরে গেলেও তারা বলবে না। ওখানে সন্ধান করতে যাবে এমন সাহসও কারও নেই। ও যে ভূতে-পাওয়া অরণ্য।

বিক্রম। ডেকে আনো চন্দ্রসেনকে।

চন্দ্রসেনের প্রবেশ

কোথায় কুমারসেন?

চন্দ্রসেন। প্রজারা মিলে কোথায় তাঁকে গোপন করেছে, খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

বিক্রম। আগুন লাগাও চারি দিকে— আপনি বেরিয়ে আসবেন।

চন্দ্রসেন। কোথায় আছেন না জেনে আগুন লাগানো হিংসার ছেলেমানুষি।

বিক্রম। সন্ধান তুমি জান, গোপন করছ।

চন্দ্রসেন। পাপে তো প্রবৃত্ত হয়েছি, তার উপরে মূঢ়তা যোগ করব, এত বড়ো অর্বাচীন আমি নই। গোপন ক'রে তোমার কাছে নিজের বিপদ কেন ঘটাব?

বিক্রম। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি নে।

চন্দ্রসেন। সমস্ত কাশ্মীরের লোক আমাকে অভিসম্পাত করছে, অবশেষে তোমারও মুখে এমন কথা শুনব এ আমি আশা করি নি।

বিক্রম। তুমি অল্প আগেই এখানে কুমারের কাছে এসেছিলে এ কথা সত্য কি না।

চন্দ্রসেন। তাঁকে তোমার কাছে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিতে এসেছিলুম।

বিক্রম। সেই ছলেই তাকে জানিয়েছ আমি এসেছি। আমার পক্ষ অবলম্বনের ভান ক'রে তাকে সতর্ক করে দিয়েছ।

চন্দ্রসেন। ভুল করে আমাকে অবিশ্বাস কোরো না, মহারাজ।

বিক্রম। সেও ভালো, কিন্তু বিশ্বাস ক'রে ভুল করবার সময় নেই। সেনাপতিকে আদেশ করে দিচ্ছি, তুমি দৃষ্টিবন্দী হয়ে থাকবে, শেষ পর্যন্ত কুমারকে সুমিত্রাকে যদি না পাই তবে পশুর মতো পিঞ্জরে পূরে তোমাকে জালন্ধরে নিয়ে যাব, প্রাণদণ্ড দেওয়াও তোমার পক্ষে সম্মান।

দ্বিতীয় চরের প্রবেশ

চর। মহিষীর সংবাদ পাওয়া গেছে।

বিক্রম। বলো বলো, কোথায় তিনি?

চর। তিনি গেছেন মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে, ধ্রুবতীর্থে।

বিক্রম। চলো, এখনই চলো সেখানে। এই মুহূর্তে।

চন্দ্রসেন। মহারাজ, কাশ্মীরের দেবতার বিরুদ্ধে স্পর্ধা প্রকাশ কোরো না। দেবালয়ে গিয়ে মার্তণ্ডদেবের উপাসিকাকে হরণ করা সইবে না।

বিক্রম। তোমাদের মার্তণ্ডদেবই তো আমার মহিষীকে হরণ করেছেন। দেবতার চৌর্য আমি স্বীকার করব না।

চন্দ্রসেন। এ কী বলছ! ভয় নেই তোমার?

বিক্রম। না, ভয় নেই।

চন্দ্রসেন। তা হলে আমার প্রাণদণ্ড করো। এ পাপের দায়িত্ব আমি বহন করতে পারব না।

বিক্রম। প্রাণদণ্ড সব-শেষে। যতক্ষণ তোমার কাছ থেকে কাজ উদ্ধারের আশা আছে, ততক্ষণ নয়। সেনাপতি—

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। কী মহারাজ ?

বিক্রম। চলো মার্তণ্ডদেবের মন্দিরের পথে।

সেনাপতি। ঐ মন্দিরের দুর্গম পথে সৈন্য নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

বিক্রম। অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। মন্দিরের দুর্গমতা লৌকিক হোক অলৌকিক হোক, ভৌতিক হোক দৈবিক হোক, কিছুতে মানব না। সুমিত্রার পক্ষে কাশ্মীরের আশ্রয় চূর্ণ চূর্ণ করব এই শপথ আমি নিয়েছি।

চন্দ্রসেন। দেবমন্দির ইহলোকের সীমায় নয় মহারাজ, সে তো পার্থিব কাশ্মীরের বাহিরে।

বিক্রম। সে কথা দেবতা সম্বন্ধে খাটে, কিন্তু সুমিত্রা সম্বন্ধে নয় ; তিনি ইহলোকের সীমায় যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ তিনি আমার, ততক্ষণ তিনি দেবতার নন। ততক্ষণ আমার কাছে তাঁর নিষ্কৃতি নেই, তাঁর কাছে আমারও নেই নিষ্কৃতি।

চন্দ্রসেন। মহারাজ, আমি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আমি তোমার পায়ের কাছে মাথা রাখছি, লও আমার মুণ্ডচ্ছেদন ক'রে, কাশ্মীরের দেবতার অপমান কোরো না।

বিক্রম। তোমার মুণ্ডের কী মূল্য আছে যে, তার পরিবর্তে আমার অপমান লাঘব হবে। আমাকে ছলনা করে তুমি পরিত্রাণ পাবে না। সেনাপতি, উদয়পুর অবরোধ করো। এইখানেই কুমার নিশ্চয় লুকিয়ে আছেন, চন্দ্রসেন সে কথা গোপন করছেন। তার পরে চলব তীর্থের পথে। কন্দর্পদেবের

পরিচয় পূর্বেই পেয়েছি, এবার নেব মার্তণ্ডদেবের পরিচয়। যে উৎসব জালন্ধরের দেবমন্দিরে আরম্ভ করেছিলুম, কাশ্মীরের দেবমন্দিরে সেই উৎসবের সমাপ্তি হবে।

৪

ধ্রুবতীর্থ। মার্তণ্ডমন্দির

বিপাশা, পুরোহিত, মন্দিরের সেবকগণ
সূর্যোদয়কালে বেদমন্ত্রে স্তব

উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ
দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্ ॥
অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তিভিঃ
সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥

পদ্মের অর্ঘ্য হাতে সুমিত্রার প্রবেশ

বিপাশা। গান

জাগো জাগো
আলসশয়নবিলগ্ন।
জাগো জাগো
তামসগহননিমগ্ন।
ধৌত করুক করুণারুণবৃষ্টি
সুপ্তিজড়িত যত আবিল দৃষ্টি।
জাগো জাগো
দুঃখভারনত উদ্যমভগ্ন ॥

জ্যোতিঃসম্পদ ভরি দিক চিত্ত
ধনপ্রলোভননাশন বিত্ত,
জাগো জাগো
পুণ্যবসন পরো লজ্জিত নগ্ন ॥

পুরোহিত ভার্গবের প্রবেশ

ভার্গব। মা।

সুমিত্রা। কী বৎস ভার্গব।

ভার্গব। কিছুদিন থেকে এই দুর্গম তীর্থের পথে নানাবিধ লোকের যাতায়াত লক্ষ্য করছি। তারা পুণ্যকামী নয়।

সুমিত্রা। দোষ নেই, ভয়ও নেই।

ভার্গব। বোধ হয় যেন তারা বিদেশী।

সুমিত্রা। ভগবান সূর্যের উদয়দিগন্ত দেশে দেশে। তাঁর দেশে বিদেশী কে আছে?

ভার্গব। অপরাধ নিয়ো না দেবি, আমরা কিন্তু কিছুদিন থেকে এখানে বিদেশীদের পথরোধ করেছি।

সুমিত্রা। তা হলে আমারও এখানে পথ রুদ্ধ হল।

ভার্গব। ক্ষমা করো, দেবি। তোমাকে বিপদ হতে রক্ষা করব আমরা, এমন চিন্তা করা আমাদের স্পর্ধা, এ আমাদের মোহ। দুর্বল বুদ্ধির অপরাধ নিয়ো না, যাত্রীদের কোনো বাধা ঘটবে না।

শিখরিণীর প্রবেশ

শিখরিণী। মা তপতী।

সুমিত্রা। কী শিখরিণী, তুমি যে এখানে ?

শিখরিণী। আমার স্বামীকে ওরা মেরে ফেলেছে।

সুমিত্রা। সে কী কথা! তিনি যে সাধুপুরুষ ছিলেন। তাঁকে মারলে কেন!

শিখরিণী। যুবরাজ কোথায় সেই সংবাদ তাঁর কাছ থেকে ওরা বের করতে চেষ্টা করেছিল। দেশে সবাই তাঁকে সত্যবাদী ব'লে জানত বলেই তাঁর এই বিপদ ঘটল। দেবি, আমি কিছুতেই সান্ত্বনা পাচ্ছি নে ; আমাকে বুঝিয়ে বলো, সংসারে যাঁরা ধর্মকে প্রাণপণে মানেন, ধর্ম কেন তাঁদেরই এত দুঃখ দিয়ে মারেন ?

সুমিত্রা। যাঁরা মরতে পেরেছেন তাঁরাই এ কথার তত্ত্ব জানেন। মৃত্যু দিয়ে যাঁরা সত্যকে পান তাঁদের জন্য শোক কোরো না।

শিখরিণী। শোক করব না মা, তিনি আমার মৃত্যুর ভয় ঘুচিয়ে দিয়ে গেছেন, আমাকে এই তাঁর শেষ দান। গ্রামের লোকেরা আমাকে বলেছে অভাগিনী ; কী বুঝবে তারা! তিনি আমার স্বামী ছিলেন এই আমার পরম সৌভাগ্য।

সুমিত্রা। যারা তাঁকে মেরেছে, মৃত্যুর দ্বারা তাদের তিনি জয় করেছেন, সে কথা তারা কোনোদিন বুঝবে না, এইটেই সকলের চেয়ে শোকের কথা। কিন্তু বৎসে, তুমি এখানে এসেছ কেন ?

শিখরিণী। এখানে তোমার চরণতলে যদি আশ্রয় নিতে পারতুম তা হলে বেঁচে যেতুম। কিন্তু মা, সংসারের আলো

নিবলে তবুও সংসার থাকে। আমার মেয়েটি আছে— অমন পিতার কোল হারিয়েছে, তার কল্যাণের জন্যেই সেই অন্ধ কারায় আমাকে থাকতে হবে। তারই জন্যে তোমার কাছে এসেছি।

সুমিত্রা। বলো, আমাকে কী করতে হবে।

শিখরিণী। এই অলংকারগুলি এনেছি দেবমন্দিরে রক্ষা করবার জন্যে। আমার মায়ের কাছ থেকে আমি পেয়েছি, আমার কন্যার জন্যে রাখব। যে পরিবারের 'পরে চন্দ্রসেনের বিদ্বেষ, জালন্ধরের সৈন্য দিয়ে তাদের সর্বস্ব লুঠ করাচ্ছেন। এই লও মা, তোমার স্পর্শ লাভ করুক— আমার মেয়ের দেহ পবিত্র হবে।

কুঞ্জলালের প্রবেশ

কুঞ্জলাল। আজ বাহিরের কোথাও আমাদের দুঃখের পরিত্রাণ নেই দেবি, কিন্তু মনে হয় যেন অন্তরে অন্তরে তুমি সেই দুঃখকে নাশ করতে পার, তাই এসেছি।

সুমিত্রা। বলো বৎস, তোমার কী বলবার আছে।

কুঞ্জলাল। যে নগরীতে তোমার মাতামহীর জন্মভূমি সেই উদয়পুর এতদিন চন্দ্রসেনকে অস্বীকার করে স্বতন্ত্র ছিল। তিনি যখনই সৈন্য নিয়ে উৎপাত করতে এসেছেন প্রজারা সমস্ত পুরী উজাড় ক'রে চলে গেছে। এবার সেইখানেই যুবরাজের রাজধানী স্থাপন করে তাঁর অভিষেকের আয়োজন হয়েছিল, বাধা পড়ল। রাজা বিক্রমের সৈন্য উদয়পুর বেষ্টন করেছে। প্রজাদের বেরিয়ে যাবার পথ রুদ্ধ।

ভার্গব। কুঞ্জলাল, এ কী বুদ্ধি তোর! কত বড়ো দুঃখ ওঁকে দিলি দেখ্ তো। কেন এ-সব সংবাদ এই শান্তিতীর্থে?

কুঞ্জলাল। মা, কেন এমন স্তব্ধ হয়ে আকাশে তাকিয়ে রইলে? চিন্তার কথা কিছুই নেই, মৃত্যুর পথ খোলা আছে, কোনো অপমান সেখানে পৌঁছয় না। দাও স্বহস্তে আজকে পূজার নির্মাল্য, নিয়ে যাই তাদের কাছে, আর দাও তোমার হাতের লিখন একখানি, একটি আশীর্বাদ— তাদের সব দুঃখ শুভ্র হয়ে যাবে।

[সকলের প্রস্থান

নরেশের প্রবেশ

নরেশ। বিপাশা, আমার কী মনে হচ্ছে বলব?

বিপাশা। বলো তো।

নরেশ। এইখানে এসে আমাদের প্রেম পরিপূর্ণ হয়েছে। আশ্চর্যের কথা শুনবে?

বিপাশা। কী, বলো।

নরেশ। আজ মন তোমার গান শোনবারও অপেক্ষা করে না— সকল ধ্বনি এখানে আলোক হয়ে উঠেছে— প্রত্যক্ষ আমার অন্তরে প্রবেশ করে। তুমি কি তাই অনুভব কর না?

বিপাশা। প্রিয়তম, তোমার আনন্দে আজ আমি আনন্দিত, তার চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারি নে।

নরেশ। আজ আলোকের মধ্যে তোমাকে দেখলুম আলোক রূপে, আর সেই সঙ্গে আমাকেও। আর কোনো ক্ষোভ নেই আমার।

সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা। কুমার এসেছেন, শীঘ্র তাঁকে ডেকে আনো, বিপাশা।

[নরেশ ও বিপাশার প্রস্থান

কুমারসেনের প্রবেশ

কুমারসেন। রাজত্বের পথ অতিক্রম করে এই তীর্থেই শেষে আসতে হল, বোন।

সুমিত্রা। অন্যত্র তোমাকে অনেক প্রয়োজন আছে। শেষ যদি না হয়ে থাকে, এখানে এলে কেন।

কুমারসেন। তোমাকে রক্ষা করবার জন্যে।

সুমিত্রা। কার হাত থেকে?

কুমারসেন। বিক্রম মহারাজ জ্বালামুখী দেবীর শপথ নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে করে হোক এখান থেকে তোমাকে সরাবেন। তীর্থের পথে সৈন্যবাহিনী আসা অসম্ভব তাই একে একে ক্রমে ক্রমে তাঁর লোক নিয়ে চারি দিক পূর্ণ করে তুলছেন।

সুমিত্রা। আমাকে তিনি চান?

কুমারসেন। হাঁ।

সুমিত্রা। আর কী চান?

কুমারসেন। আর তিনি চান আমাকে।

সুমিত্রা। কেন, তোমার সঙ্গে তাঁর কিসের বিরোধ?

কুমারসেন। আমার সঙ্গে বিরোধের স্পষ্ট কারণ যদি থাকত তা হলে সে কারণ দূর করলেই বিপদ কাটত। কারণ

তাঁর অন্ধপ্রকৃতির মধ্যে, সেইজন্যে এত দুর্নিবার, এত ভয়ংকর।

সুমিত্রা। আমি যদি যাই তিনি কি তোমাকে মুক্তি দেবেন ?

কুমারসেন। কিন্তু তুমি কী করে যাবে তাঁর কাছে ? তুমি যে দেবতার। রাজ্যের কথা আর আমি ভাবি নে, কিন্তু কাশ্মীরের দেবতার অপমান ঘটতে দিতে পারব না।

সুমিত্রা। কী করবে তুমি ?

কুমারসেন। কিছু না পারি তো মরব। পাপকে ঠেকাবার জন্যে কিছু না করাই তো পাপ।

নেপথ্যে। মহারানী !

সুমিত্রা। এ কী, এ যে দেবদত্ত ঠাকুর !

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। কয়েকদিন থেকে দর্শনের চেষ্টা করেছিলুম, আমার চেহারা দেখে তোমার অনুচরদের মনে সংশয় ঘোচে না। অশোকবনে হনুমানকে দেখে রাক্ষসরা যেরকম সন্দিগ্ধ হয়েছিল এদের সেই দশা। আজ এইমাত্র হঠাৎ কেন এরা প্রসন্ন হল জানি নে। ছাড়া পেয়েই দেখা করতে এসেছি। একটা নিবেদন আছে— শুনতেই হবে আমার কথা।

সুমিত্রা। বলো।

দেবদত্ত। আর সহ্য হয় না, মহারানী। গ্রাম থেকে গ্রামে, নগর থেকে নগরে অগ্নিকাণ্ড দুর্ভিক্ষ রক্তপাত নারীনির্যাতন। পাপের নেশা জালন্ধরের সমস্ত সৈন্যকেই পেয়েছে— থামতে পারছে না, মাত্রা কেবলই বেড়ে চলেছে। আমি মহারাজকে গিয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেম ; বলেছিলেম, অহরহ যমরাজের

কাছে প্রার্থনা করছি তিনি তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যান। রাজা আমাকে কারারুদ্ধ করেছিলেন, প্রহরী দয়া করে ছেড়ে দিলে। আজ মহারাজকে কেউ নিষেধ করতে পারবে না একমাত্র তুমি ছাড়া।

কুমারসেন। ঠাকুর, এমন কথা কী করে বলছ, সুমিত্রা যাবেন তাঁর কাছে? এ মন্দির থেকে ওঁর তো ফেরবার পথ নেই। এতে স্বর্গে-মর্তে ধিক্‌কার উঠবে যে।

দেবদত্ত। আমি জানি বড়োই কঠিন ব্যাপার, এও জানি রাজা এখন প্রকৃতিস্থ নন। তবু বলছি, দেবী সুমিত্রা, আজ তুমি সকল মান-অপমান সুখ-দুঃখের অতীত— তুমি পবিত্র, পাপ তোমার কাছে কুণ্ঠিত হবে, তুমি এই বীভৎসের মধ্যে নির্বিকার চিত্তে নামতে পার।

কুমারসেন। সুমিত্রার কী ঘটতে পারে না পারে সে কথা ভাববার সময় আজ নেই— কিন্তু সুমিত্রা কাশ্মীরের দেবতাকে অপমান করে এখান থেকে চলে যাবে সে আমি ঘটতে দেব না। দেবতার ধন হরণ ক'রে তাকে মানুষের ভোগের ভাণ্ডারে নিয়ে যাবে আমাদের বংশের কন্যা!

সুমিত্রা। ভাই কুমার, তাঁকে এইখানে আহ্বান করে আনব।

কুমারসেন। এইখানে? এই দেবালয়ে?

সুমিত্রা। আসুন এখানেই, নইলে তাঁর মুক্তি কিছুতেই হবে না। আমার এই শেষ কাজ, তাঁকে বাঁচাতে হবে— তাঁর মোহগ্রন্থি ছিন্ন করে দিয়ে চলে যাব।

দেবদত্ত। এ কিন্তু বড়ো সংকটের কথা, মহারানী। অনেক পাপ সে করেছে, অবশেষে দুর্বৃত্ত যদি দেবালয়ে এসে দেবতার অসম্মান করে, পুণ্যতীর্থে যদি কলুষ আনে ?

সুমিত্রা। ভয় নেই ঠাকুর, কোনো ভয় নেই। আমার প্রভু, আমার হিরণ্যদ্যুতি, সকল সংকট দগ্ধ করবেন, নিঃশেষে ভস্ম করবেন। সেই রুদ্র আমাকে গ্রহণ করেছেন, তাঁর কাছ থেকে আমাকে ছিন্ন করে নিতে পারে এমন শক্তি কারও নেই। কুমার, তোমার সঙ্গে শংকর আছে ?

কুমারসেন। ঐ যে, সে প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে।

সুমিত্রা। শংকর !

শংকর। কী দিদি ! কী দেবি ! এই যে আমি এসেছি। যেদিন ওরা তোমাকে কেড়ে নিয়ে গেল সেদিন মরার বেশি দুঃখ পেয়েছি ; শেষকালে কাশ্মীরের কন্যাকে কাশ্মীরের দেবতা স্বয়ং উদ্ধার করে আনলেন এই দেখে আমার জন্ম সার্থক হল।

সুমিত্রা। তুমি আমার দূত হয়ে যাও মহারাজ বিক্রমের কাছে।

শংকর। এখনই যাব। বলো কী জানাতে হবে।

নরেশ। দেবি, শংকরকে নয়, আমাকে পাঠিয়ে দাও, রাজা যদি অপমান করে বৃদ্ধ সইতে পারবে না।

সুমিত্রা। না রাজকুমার, এই আমার শেষ আমন্ত্রণ— আমার চিরবন্ধু ছাড়া কার হাত দিয়ে পাঠাব। শংকর, শিশুকালে তোমার কোলে একদিন আমাকে গ্রহণ করেছ। মৃত্যুর সময় পিতা তাঁর শেষ অভিবাদন দিয়েছিলেন তোমাকেই।

আজ সেই তোমার সুমিত্রার বাণী নিয়ে তোমাকেই যেতে হবে, হয়তো অপমানের মুখে। শান্ত হয়ে সহিষ্ণু হয়ে বোলো মহারাজকে, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধের চরম পরিণামের জন্যে মন্দিরে দেবতার চরণপ্রান্তে সুমিত্রা অপেক্ষা করবে। আর তোমার পরম স্নেহের ধন কুমার, ঐ কুমারের জন্য ভেবো না ; তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন না। সেই বন্ধু, সেই বিশ্ববিচারক ধর্মরাজ রইলেন তাঁর সহায়।

শংকর। দিদি, বৃদ্ধের একটি কথা শোনো, জানি কুমারের সৈন্যসামন্ত নেই, জানি চন্দ্রসেন ওঁর বিরুদ্ধে, তবু যে-কয়জন আমরা আছি ওঁর সহচর, তাদের নিয়ে ওঁকে যুদ্ধক্ষেত্রেই যেতে হবে। সেখানে তাঁর জন্মভূমি তাঁকে পুণ্যক্রোড়ে গ্রহণ করবেন।

দেবদত্ত। দেশের দুঃখ তাতে আরও আলোড়িত হয়ে উঠবে, শংকর। উন্মত্তের মত্ততাগ্নিতে আর ইন্ধন দিয়ো না।

কুমারসেন। শংকর, যাও তুমি, মহারাজকে ডেকে নিয়ে এসো গে। অতিথি তিনি, অতিথির মতো তাঁকে সৎকৃত করব।

শংকর। হে রুদ্র, হে হিরণ্যপাণি, আজ তোমার জ্যোতিতে আবরণ কেন। তোমার সেবকদের লজ্জা নিবারণ করো। দীপ্যমান তেজে এসো বাহির হয়ে— তোমার অগ্নিকেতু উদ্ঘাটিত করে দাও। নমস্কার তোমাকে, নমস্কার তোমাকে, বারবার তোমাকে নমস্কার।

ভার্গবের প্রবেশ

ভার্গব। মহারাজ বিক্রম অনতিদূরে, এই শুনি জনশ্রুতি। আদেশ করো সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে দিই।

সুমিত্রা। খুলে দাও, খুলে দাও, সমস্ত দ্বার খুলে দাও— আসবার দ্বার এবং যাবার দ্বার। যাও যাও ভার্গব, তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনো।

ভার্গব। তাঁর প্রতিজ্ঞা, দেবতার কাছ থেকে তিনি তোমাকে কেড়ে নিয়ে যাবেন। আমি এ মন্দিরের পুরোহিত, আমার কর্তব্য করতে হবে তো!

সুমিত্রা। তোমার কর্তব্যই করো। দেবতার পথ রোধ কোরো না— যে পথ দিয়ে রাজার সৈন্য আসবে সেই পথ দিয়েই আমার দেবতা আমাকে উদ্ধার করতে আসবেন। যাও তুমি এখনই, মন্দিরের সিংহদ্বার খুলে দাও।

[ভার্গবের প্রস্থান

দেবদত্ত। তা হলে শংকর তুমি থাকো, মহারানীর দূত হয়ে আমিই তাঁকে আহ্বান করে আনি।

[প্রস্থান

শংকর। দিদি, রাজগৃহ থেকে সেবার তোমাকে ওরা কেড়ে নিয়ে গেল, এবার কি দেবালয় থেকে তোমাকে কেড়ে নিতে দেবে? এও কি আমরা চুপ করে সহ্য করব?

সুমিত্রা। ভয় নেই শংকর। আজ আমাকে নেবার সাধ্য কার আছে?

শংকর। তবে বলো, তোমার কী সংকল্প।

সুমিত্রা। রুদ্রের কাছে বহুদিন পূর্বে আত্মনিবেদন করেছিলুম। ব্যাঘাত ঘটেছিল, সংসার আমাকে অশুচি করেছে। তপস্যা করেছি, আমার দেহমন শুদ্ধ হয়েছে। আজ আমার

সেই অনেকদিনের সংকল্প সম্পূর্ণ হবে। তাঁর পরমতেজে আমার তেজ মিলিয়ে দেব।

শংকর। আমার মোহ দূর হোক সুমিত্রা, মোহ দূর হোক। তোমাকে যেন নিবৃত্ত না করি।

[শংকরের প্রস্থান

সুমিত্রা। বিপাশা!

বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। বলো দেবি।

সুমিত্রা। আমার অগ্নিশয্যা অনেকদিন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে, তুমি দেখেছ বহু দুঃখের সেই আয়োজন। আজ সময় হয়েছে, আনন্দ করো, জ্বলুক শিখা, বিলম্ব কোরো না।

বিপাশা। যে আদেশ দেবি।

[পায়ের কাছে মাথা রেখে পড়ে রইল

সুমিত্রা। ওঠ্‌, বিপাশা, এবার আমার শেষ পূজা করি। অর্ঘ্য প্রস্তুত আছে?

বিপাশা। আছে, দেবী।

পদ্মের অর্ঘ্য হাতে সুমিত্রা

বিপাশা। গান

শুভ্র নবশঙ্খ তব গগন ভরি বাজে,
ধ্বনিল শুভজাগরণ-গীত।
অরুণরুচি আসনে চরণ তব রাজে,
মম হৃদয়কমল বিকশিত।

গ্রহণ করো তারে
তিমির পরপারে,
বিমলতর পুণ্যকরপরশ-হরষিত ॥

সুমিত্রা। অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য
নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ ॥
পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিঃ।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

শেষ দৃশ্য

নেপথ্য থেকে চিতাগ্নির আভাস আসছে

সকলের বেদমন্ত্রসহ বেদি প্রদক্ষিণ

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্ ॥
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।
ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥
অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ূনানি বিদ্বান্ ॥
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥

নেপথ্যে বাদ্যোদ্যম

বিক্রম, দেবদত্ত, শংকরের প্রবেশ

—

পরিশিষ্ট

মন্ত্রের অনুবাদ

১। কর্পূর ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান্ যো জনে জনে।
নমস্ত্ববার্যবীর্যায় তস্মৈ মকরকেতবে ॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

কর্পূরের মতো দগ্ধ হইলেও যাঁহার শক্তি প্রত্যেক ব্যক্তিতে অনুভূত, যাঁহার প্রভাবকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না, সেই মকরকেতুকে নমস্কার ॥

২। উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ
দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্ ॥

—ঋগ্‌বেদ ১. ৫০. ১

অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ
সূরায় বিশ্বচক্ষসে।

—ঋগ্‌বেদ ১. ৫০. ২

বিশ্ব দেখিতে পাইবে এই উদ্দেশ্যে রশ্মিসমূহ সমস্ত ভূতের জ্ঞাতা উজ্জ্বল সূর্যকে ঊর্ধ্বে বহন করিতেছে ॥

বিশ্বদ্রষ্টা সূর্যকে আসিতে দেখিয়া সেই নক্ষত্রগুলি রাত্রির সহিত চোরের মতো পলায়ন করিতেছে ॥

৩। বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্ ॥

ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।

ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্

বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।

যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো

ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥

—ঈশোপনিষৎ ১৮

মহাবায়ুতে আমার প্রাণবায়ু এবং এই শরীর ভস্মে মিলিত হোক ॥ ওঁ, আপন কর্তব্য স্মরণ করো, আপন কৃতকার্য স্মরণ করো ॥ হে অগ্নি, আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও। হে দেব, তুমি আমাদের সকল কার্য জান, তুমি আমাদের সমস্ত কুটিল পাপকে বিনাশ করো। তোমাকে আমরা বারংবার নমস্কার করি ॥

৪। অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য

নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ ॥

—ঋগ্‌বেদ ১. ১১৫. ৬

অদ্য সূর্যের উদিত উজ্জ্বল কিরণসমূহ পাপ হইতে, নিন্দনীয় কর্ম হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন ॥

৫। পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিঃ ॥
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

—অথর্ববেদ ১৯. ৯. ১৪

পৃথিবীলোক শান্তি আনয়ন করুক। অন্তরীক্ষলোক শান্তি আনয়ন করুক। দ্যুলোক শান্তি আনয়ন করুক ॥

—

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
© বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্ক্‌স প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ১৩
৩·১